

কবিতা ০৮

পাছে লোকে কিছু বলে কামিনী রায়

কবিতাটির মূলকথা

কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ অনেক সময় দিধার্ষণ হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা বসে থাকে। এর ফলে কাজ এগোয় না। যারা সমাজে অবদান রাখতে চান তাদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়-ভীতি-সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।



কবিতাটির শিখনফল : কবিতাটি অনুশীলন করে আমি—

- শিখনফল-১ : সমাজের একশেণির মানুষের অহেতুক নিন্দা ও সমালোচনার প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারব। [কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৬]
- শিখনফল-২ : লোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে কিছু মানুষের নিজেকে গুটিয়ে রাখার বিষয়টি জানতে পারব। [চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৩ : শুভ ও কল্যাণকর কাজে দ্বিধার্ষণ হওয়ার পরিণতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। [দি. বো. '১৮]
- শিখনফল-৪ : মহৎ কাজে লোকলজ্জা ও সমালোচনা উপেক্ষা করতে সচেষ্ট হব। [য. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
- শিখনফল-৫ : নির্ভয় ও নিঃসংকোচে জীবনের পথ চলার অনুপ্রেরণা লাভ করব। [রা. বো. '১৯; ঢা. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; য. বো. '১৭]

কবি-পরিচিতি

নাম : কামিনী রায়।

জন্মতারিখ : ১২ই অক্টোবর, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দ। জন্মস্থান : বাসগুড়া, বরিশাল।

শিক্ষাজীবন : এন্ট্রাস (১৮৮০), বেথুন ফিমেল স্কুল; এফএ (১৮৮৩), বেথুন কলেজ; বিএ (অনার্স) সংস্কৃত (১৮৮৬), বেথুন কলেজ।



কর্মজীবন : অধ্যাপনা : বেথুন কলেজ, কলকাতা। অন্যতম সদস্য : নারী শ্রমিক তদন্ত কমিশন। সহসভানেত্রী : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থ : 'আলো ও ছায়া', 'মাল্য ও নির্মাল্য', 'অশোক-সংগীত', 'দীপ ও ধূপ', 'জীবন পথে' ইত্যাদি। ছোটদের কবিতা সংগ্রহ : গুজ্জন।

পুরস্কার : জগতারিণী বৰ্ষপদক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মৃত্যু : ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ।

উৎস-পরিচিতি

'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

পাঠের উদ্দেশ্য

এ কবিতা পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচ চিত্তে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। কে কী বলল তা ভেবে নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রবণতা থেকে তারা মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে।

শব্দার্থ ও টীকা

পাঠ-১ : বোর্ড বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

(জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রকাশিত 'সাহিত্য-কল্পিকা' বইটি দেখ)

পাঠ-২ : বোর্ড বইয়ের অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

লাজ — লজ্জা, শরম।

পাছে — পিছনে, পশ্চাতে, পরে।

আড়াল	— অন্তরাল, আবরণ, পর্দা।
বুদ্বুদ	— পানির ভূড়ভূড়ি, জলবিষ।
শুক্র	— শুকনো, না-ভেজা অবস্থা।
সবে	— সবাই।
শক্তি	— সামর্থ্য, ক্ষমতা, কর্মদক্ষতাদির মাত্রা।
ভীতি	— ভয়, শঙ্কা, ভ্রাস, আশঙ্কা।

বানান সতর্কতা

নিচের শব্দগুলোর সঠিক বানান জেনে নিঃ—

সংশয়	সংকল্প	আড়াল	নীরব	সমুখ	চরণ	তৃদয়	শুভ্র	চিন্তা	আঁষ
শুক্র	মেহ	প্রশ়ামিত	উপেক্ষা	মহৎ	বিধাতা	ম্রিয়মাণ	শক্তি	ভীতি	বুদ্বুদ

জটিল ও দুর্ভুত পাঠের ব্যাখ্যা



নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে প্রণীত

» করিতে পারি না কাজ,
সদা ডয়, সদা লাজ,
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

সংশয় ও সন্দেহের কারণে যে আমরা অনেক কাজ করতে পারি না কবি কামিনী রায় তা কবিতায় তুলে ধরেছেন। আমরা মনে মনে ভাবি এই কাজটি করলে কে কী বলবে। সমালোচনা ও লোকলজ্জার ভয়ে আমাদের অনেক ভালো কাজ ও সংকল্প অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায়।

» আড়ালে আড়ালে থাকি,
নীরবে আপনা ঢাকি,
সমুখে চৱণ নাহি চলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

সমালোচনার ভয়ে আমরা নিজেদের আড়াল করে রাখি। নীরবে নিঃশব্দে নিজেদের লুকিয়ে ফেলি। পাছে লোকের সমালোচনা শুনতে হয় এই ভয়ে ভালো কাজের জন্য আমাদের পা সামনের দিকে যেতে চায় না। আমরা থেমে যাই।

» হৃদয়ে বুদ্বুদ মতো
উঠে শুভ চিন্তা কত,
মিশে ঘায় হৃদয়ের তলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

জগতের বহু কল্যাণকর শুভ চিন্তা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়। অথচ পেছনে কে কী বলবে সেই দিক বিবেচনায় আমরা তা ফলপ্রসূ করতে পারি না। ফলে মনের সেই শুভ চিন্তাগুলো সমালোচনার ভয়ে মনেই মধ্যেই মরে যায়।

» মহৎ উদ্দেশ্য যবে

এক সাথে মিলে সবে,
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

আমাদের অনেকের মনে মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। সবার সাথে মিলেমিশে, সবার সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসব। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য বিবেচনা করে আমরা সহজে তাদের দলে মিশতে পারি না। আমাদের একটাই ভয়, পেছনে কে কী বলে।

» বিধাতা দিছেন প্রাণ

থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।

সৃষ্টিকর্তা আমাদের যে বিবেক বুদ্ধি ও বিচার বুদ্ধি দিয়েছেন আমরা তার ব্যবহার করছি না। আমরা অথবা সমালোচনার ভয়ে নিজেদের প্রাণহীন করে রাখি। বিধাতা আমাদের প্রাণে যে শক্তি দিয়েছেন, আমরা সেটি ব্যবহার না করে বিষাদগ্রস্ত থাকি। অন্যের সমালোচনার ভীতির কবলে পড়ে আমাদের সেই প্রাণশক্তি মরে যাচ্ছে।

অনুশীলন

সেরা প্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে
বহুনির্বাচনি ও সূজনশীল প্রশ্নের

প্রিয় শিক্ষার্থী, কবিতাটিতে সংযোজিত প্রশ্নের সম্মূহকে অনুশীলনী, বহুনির্বাচনি ও সূজনশীল অংশে বিভক্ত করে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্ধ-বার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে প্রশ্নের সম্মূহ ভালোভাবে প্র্যাকটিস কর।

অনুশীলনীর প্রশ্নের উত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

১. মহৎ কাজ সম্পাদনে কোনটিকে উপেক্ষা করা অনুচিত?

- ক) সংকোচ
 গ) সংকল্প
- খ) সংশয়
 ঘ) বাধা

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-96]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : মহৎ কাজ সম্পাদনে অনেকে সংকোচ আর ডয়-ভীতির কবলে পড়ে নিজের সংকল্প থেকে দূরে সরে যায়। ফলে সে লক্ষ্যে পৌছাতে ব্যর্থ হয়। তাই মহৎ কাজ সম্পাদনে সংকল্পকে উপেক্ষা করা অনুচিত। তাই (গ) সঠিক উত্তর।

২. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান?

- ক) রোগক্রান্ত হওয়ার ভয়ে
 গ) সহযোগিতার ভয়ে
- খ) সমালোচনার ভয়ে
 ঘ) ছোট হওয়ার ভয়ে

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-95]

৩. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি পাঠকের মধ্যে কোন ধরনের অনুপ্রেরণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ?

- ক) ডয়হীনতা
 গ) সাহসিকতা
- খ) পরোপকারিতা
 ঘ) সংকোচহীনতা

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পৃষ্ঠা-96]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি সংকোচ ও ডয়-ভীতির কবলে পড়ে মানুষের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতি হওয়ার দিকগুলো তুলে ধরে সবাইকে সতর্ক করেছেন। ফলে এ কবিতাটি পাঠ করে পাঠকের মধ্যে কর্ম সম্পাদনে সংকোচহীনতা গড়ে উঠবে। তাই (গ) সঠিক উত্তর।

উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মাসুদ গ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। সে ভাবে এক সময় প্রচুর আয় হবে, বেকাররা স্বনির্ভর হবে। কিন্তু যদি সে এ কাজে সফল হতে না পারে, তাহলে লোকে তার সমালোচনা করবে। তাই সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়।

৪. উদ্দীপকের মাসুদের মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি প্রকাশিত হয়েছে?

- ক) ভীরুতা
 গ) হতাশা
- খ) সংশয়
 ঘ) দুর্বলতা

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের মূলপাঠ, পৃষ্ঠা-95]

» তথ্য-ব্যাখ্যা : উদ্দীপকের মাসুদ হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেও লোকের সমালোচনার ভয়ে সে তার পরিকল্পনা বাদ দেয়। ফলে তার মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার সংশয়ের দিকটাই প্রকাশিত হয়েছে। তাই (ব) সঠিক উত্তর।

৫. কামিনী রায়ের দৃষ্টিতেই শাস্তির এ উদ্বোগ সফল করা যেতে পারে-

 - দৃঢ় সংকল্পবন্ধ হলে
 - সকল সংশয় দূর করলে
 - সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে

নিচের কোনটি সঠিক?

[সূত্র : পাঠ্যবইয়ের পাঠ-পরিচিতি, পাতা-১৬]

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

ਪੰਨਾ ੫

১. 'আপনারে নয়ে বিশ্বত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনি পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।'

২. 'নিন্দুকেরে বাসি আমি সবার চেয়ে ভালো
যুগ-জনমের বন্ধু আমার আধার ঘরের আলো ।
সবাই মোরে ছাড়তে পারে বন্ধু যারা আছে
নিন্দুক সে ছায়ার মতো থাকবে পাছে পাছে ।
নিন্দুক সে বেঁচে থাকুক বিশ্বহিতের তরে,
আমার আশা পূর্ণ হবে তাহার কৃপা ভরে ।'

ক. 'গ্রামিতে' শব্দটির অর্থ কী? ১

খ. "সংশয়ে সংকল্প সদা টলে"- উক্তিটি ব্যাখ্যা কর । ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্য 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতার কোন স্তবকের বিপরীত ভাব ধারণ করেছে? ব্যাখ্যা
কর । ৩

ঘ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতার নিন্দকের তপনাম্বলক আলোচনা কর । ৪

୧ନ୍ ପରିଶୋଭ ଉତ୍ସବ

► शिखनफल ४

- ক** ০ ‘প্রশ়িতে’ শব্দটির অর্থ উপশম ঘটাতে ।

খ ০ “সংশয়ে সংকল্প সদা টলে” বলতে কবি বুঝিয়েছেন কোনো কাজ সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে সেই কাজের সংকল্প বা ইচ্ছা নষ্ট হয় ।

০ যনের ডেডরে সংশয় কাজ করলে কোনো ইচ্ছা বা স্বপ্নকে বাস্তবে মূল্যদান করা যাবে না । কাজ করতে গিয়ে লজ্জার ঘৃণা পড়তে হয় কিনা এ চিন্তা করলে মনের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধে । তখন আর কাজটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না । মন স্থির না থাকায় সব সময় বিধা কাজ করে ।

গ ০ উদ্দীপকের প্রথম অংশের বক্তব্য ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার চতুর্থ স্তরকের বিপরীত ভাব ধারণ করেছে ।

- ভালো কাজ করতে আগ্রহী মানুষের কাজ কীভাবে প্রতিহ্ত করা যায় নিন্দুকেরা সে চেটায় নিয়োজিত থাকে। তারা মানুষের ঢুদয়ের শুভচিন্তা ও কল্যাণধর্মী কর্মকাণ্ডের বিগ্নোধিতা করে এবং কৌশলে সেগুলো নষ্ট করে দেয়।

- উদ্দীপকের প্রথম স্তবকে কবি পরোপকারী মনোভাবসম্পন্ন নিঃন্মার্থ ব্যক্তির কথা বলেছেন। যে লোকটির মানসিকতা 'পাছে লোকে কিন্তু বলে' কবিতার চতুর্থ স্তবকের বিপরীত চেতনা প্রকাশ করে। কারণ আলোচ্য রচনার চতুর্থ স্তবকে মানব কল্যাণে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণকারীদের সমালোচনার ভয়ে কাজ না করে নিজেদের গৃহিয়ে রাখার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ পেয়েছে, এক শ্রেণির মানুষ মানুষের দৃঢ়খ্য প্রাণ কাঁদলেও তারা চোখ শুকলো রাখে। তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করলে লোকে কী বলবে। অন্যদিকে উদ্দীপকের প্রথম অংশে বলা হয়েছে পৃথিবীতে কেউ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে আসেনি। সকলে সকলের জন্য। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত মর্যাদা, প্রাপ্তি ও সার্থকতা নিহিত আছে বলে কবি মনে করেছেন। কারণ পৃথিবীতে একে অন্যের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়; শুধু নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকায় কোনো আনন্দ নেই।

মনো • উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’
কবিতার নিন্দুকের প্রভাব এক নয়।

- জগতের বহু কল্যাণকর শুভচিন্তা আমাদের হৃদয়ে উদয় হয়। অথচ পেছনে কে কী বলে সেই দিক বিবেচনায় আমরা তা ফলপ্রসূ করতে পারি না। ফলে মনের সেই শুভ চিন্তাগুলো সমালোচনার ভয়ে মনেই যাই যায়। বাস্তব জগতে প্রকাশ করে কাজে লাগিয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করা আর হয়ে ওঠে না।

- উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে এবং ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতা উভয় জায়গায় নিন্দুকের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তবে উভয় জায়গার নিন্দুক ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করেছে। উদ্দীপকের নিন্দুক নিন্দা করে ভুল ধরিয়ে দেয়। আর কবিতার যে নিন্দুকের কথা বলা হয়েছে সে সংচিত্তা, সংকল্প ও মানব কল্যাণের সমস্ত চেষ্টা ও কাজের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। তাদের ভয়ে মানুষ মনের ভাব-ভাবনা ও ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে জগতের কলাগ সাধনে রুতি হতে পারিনা।

- উদ্দীপকের নিন্দুককে কবি ভালোবাসতে বলেছেন। কারণ তারা জগতের অহিতকর চিন্তাকে সমালোচনা করে হিতক঳ের উপযোগী করতে সহায়তা করে। তাদের সমালোচনায় একজন তাঁর ডুল সংশোধন করে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। আর ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার নিন্দুক ডুল সংশোধন নয়, মানুষের শুভবোধ ও বৃদ্ধির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে জগতে কল্যাণ সাধনকে ব্যাহত করে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের নিন্দুক ও আলোচ কবিতার নিন্দকের প্রভাব এক নয়।

► প্রস্তুপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর



টাপিকের ধারায় পণ্ডিত



সাধারণ বহুনির্ধাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପାଠ ୧ ପାଠ୍ୟବିହୀନ ପୃଷ୍ଠା ୧୫

১. ‘পাছে সোকে কিছু বলে’ এমন মনোভাব মানুষকে কী করে?
 [গৰ্বনমেট শ্যাবরোচনা থাই ভুব, ময়ামনসিংহ]

 - Ⓐ ব্যথিত করে
 - Ⓑ সমালোচিত করে
 - Ⓒ হীনবল করে
 - Ⓓ গুরুত্বহীন করে

২. কামিনী রামের মতে, কোনটি ব্যৰ্থা প্রশংসন করে?
 [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

 - Ⓐ শুভ চিঠা
 - Ⓑ মহৎ উদ্দেশ্য
 - Ⓒ প্রেতের কথা
 - Ⓓ ঐকা জেতনা

৩. ‘পরশ তাহার মায়ের মেহের ঘতো/ ভুলাস খানিক ঘনের ব্যথা
যতো।’— চরণকলার বজ্জব্লে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার
কোনটির গুরুত্ব কৃটে উঠেছে? [মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষণ যোর্ড, খণ্ডনা]

৮. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার যূন মর্মবাণী কী?

 - (১) শুভ চিঠা
 - (২) নিরঘল জল
 - (৩) মেহের কথা
 - (৪) হৃদয়ের বৃদ্বৃদ্ধ

৩. কিন্দুবাসিনী ভরকুণির বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাণাইল।

 - (১) সংকৃতিত চিত্ত
 - (২) বাধা
 - (৩) হিধা
 - (৪) হিধাহীন চিত্ত

- | | | |
|-----|--|--|
| ৬. | সংশয়ে কী টলে যায়? | [গবর্নেটি পিএম সাপিক্ষা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজপুরী] |
| ক | ক) সংকল্প
গ) ডয় | ৰ) সংযম
ঘ) লজ্জা |
| ৭. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’— এখানে ‘পাছে লোক’ বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? | [আইডিয়াল মুদ্র আড কন্সেল, মতিখিল, ঢাকা] |
| ক | ক) সমালোচককে
গ) রাজাকে | ৰ) যোদ্ধাকে
ঘ) সাধারণ মানুষকে |
| ৮. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি কেমন থাকার কথা বলেছেন? | [মতিখিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা] |
| ক | ক) ম্রিয়মাণ
গ) শুক্র | ৰ) সংশয়ে
ঘ) ভয়ে |
| ৯. | “আঠারো বছর বয়সের নেই ভয় পদাঘাতে চায় ভাঙ্গতে পাথর বাধা”— উদ্দীপকের বিপরীত ভাব আছে কোন চরণে? | [ব. বো. '১৪] |
| ক | ক) শক্তি যরে ভীতির কবলে
গ) সম্মুখে চরণ নাহি চলে | ৰ) চলে যাই উপেক্ষার ছলে
ঘ) পারি না মিলিতে সেই দলে |
| ১০. | মনের দৃঢ় ইচ্ছাগুলো কোন কারণে পূরণ হয় না? | [ব. বো. '১৫] |
| ক | ক) বিধা
গ) ভীরুতা | ৰ) চিন্তা
ঘ) হতাশা |
| ১১. | ভীতির কবলে শক্তি যরে কেন? | [ঝ. বো. '১৪] |
| গ | ক) প্রাণের ভয়ে
গ) সমালোচনার ভয়ে | ৰ) উপেক্ষার ভয়ে
ঘ) মন দুর্বল বলে |
| ১২. | কবি কামিনী রায় কোন উদ্দেশ্যগুলোকে মেলাতে পারেন না? [ঝ. বো. '১৪] | [ঝ. বো. '১৫] |
| ব | ক) ভালো
গ) শুভ্র | ৰ) মহৎ ^১
ঘ) মন্দ |
| ১৩. | চিরিযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরন ছড়িয়ে দেদার দিবি।
উদ্দীপকের বিপরীত ভাবধারা একাশ পেয়েছে কোন রচনায়? [ঝ. বো. '১৫] | [ঝ. বো. '১৫] |
| ক | ক) পাছে লোকে কিছু বলে
গ) জাগো তবে অরণ্য কল্যানা | ৰ) একুশের গান
ঘ) প্রার্থী |
| ১৪. | বিধাতা প্রাণ দিয়েছেন কেন? | [ঝ. বো. '১৫] |
| ব | ক) ম্রিয়মাণ থাকার জন্য
গ) হতাশাগ্রস্ত থাকার জন্য | ৰ) প্রাণহীন থাকার জন্য
ঘ) উজ্জ্বল থাকার জন্য |
| ১৫. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি কেন নিজেকে সংগোপনে রাখেন? | [ঝ. বো. '১৫; চ. বো. '১৪] |
| ক | ক) সংকোচের কারণে
গ) হতাশার কারণে | ৰ) দুর্বলতার কারণে
ঘ) লজ্জার কারণে |
| ১৬. | হৃদয় থেকে জেগে ওঠা ভাবনা হৃদয়েই মিশে যাব কেন? [ঝ. বো. '১৬] | [ঝ. বো. '১৬] |
| গ | ক) বাধা পাওয়ায়
গ) সংশয়ের কারণে | ৰ) বিষাদগ্রস্ততার জন্য
ঘ) উপেক্ষা করায় |
| ১৭. | আমাদের মনের সংকল্প নড়বড়ে হয়ে যাব কেন? | [ঝ. বো. '১৬] |
| ব | ক) ব্যর্থতার ভয়ে
গ) আস্থাহীন বলে | ৰ) লোকভয়ে
ঘ) দৃঢ়তার অভাবে |
| ১৮. | “পাছে লোকে কিছু বলে” এমন মনোভাব মানুষকে কী করে? | [সি. বো. '১৬] |
| গ | ক) ব্যথিত করে
গ) সংশয়ে ফেলে | ৰ) সমালোচিত করে
ঘ) গুরুত্বহীন করে |
| ১৯. | একটি সুন্দর কথা ঘানা কেউ কেউ মানুষের ব্যথা দূর করে না কেন? | [ঝ. বো. '১৭] |
| ব | ক) কথার মর্যাদা নেই
গ) সহায়তাদানের ভয়ে | ৰ) সমালোচনার ভয়ে
ঘ) পরশ্বীকাতরতায় |
| ২০. | ‘কাদে প্রাপ ঘবে, আঁধি/সবতনে শুক রাধি।’— কেন? [ব. বো. '১৭] | [ব. বো. '১৭] |
| ব | ক) সমালোচনার ভয়ে
গ) সীমাহীন মনঃকষ্টে | ৰ) লোকলজ্জার ভয়ে
ঘ) সাহসের অভাবে |

- | | | |
|-----|---|--|
| ২১. | ‘হৃদয়ে বুদ্বুদ মতো’— কী উঠে?
অথবা, ‘বুদ্বুদের’ মতো হৃদয়ে কী জেগে উঠে? | মি. বো. ’১৯।
জি. বো. ’১৭। |
| ক | ক) শুভ্র চিত্ত
গ) স্নেহের কথা | খ) সংকল্প
ঘ) মহৎ উদ্দেশ্য |
| ২২. | শক্তি মনে কীভাবে? | চ. বো. ’১৮; ম. বো. ’১৯। |
| গ | ক) পরিশ্রমে
গ) ভীতির কবলে | খ) অলসতায়
ঘ) অনাহারে |
| ২৩. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার শিক্ষা অনুযায়ী কোনো মহৎ কাজ করতে কোনটিকে উপেক্ষা করতে হবে? [গ. বো. ’১৮; মি. বো. ’১৫। | [গ. বো. ’১৮; মি. বো. ’১৫। |
| গ | ক) সংকীর্ণতা
গ) দ্বিধা ও সংকোচ | খ) আর্থিক দীনতা
ঘ) বাধা-বিপত্তি |
| ২৪. | ‘একটি স্নেহের কথা/প্রশংসিতে পারে ব্যথা’— এখানে ব্যথিত ব্যক্তিকে কী দিতে বলা হয়েছে? | কু. বো. ’১৮। |
| ক | ক) সান্ত্বনা
গ) ভালোবাসা | খ) অনুপ্রেরণা
ঘ) পরামর্শ |
| ২৫. | ‘শুভ্র চিত্ত’ বলতে কী বোঝা? | ব. বো. ’১৮। |
| ক | ক) নির্মল চিত্ত
গ) কল্যাণ চিত্ত | খ) শুভ্র চিত্ত
ঘ) প্রগতির চিত্ত |
| ২৬. | “একটি স্নেহের কথা
প্রশংসিতে পারে ব্যথা”—
পঙ্ক্তিগ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে— | ব্রা. বো. ’১৭। |
| ঘ | ক) সমালোচকদের উৎসাহ দেওয়ার কথা
খ) লোকলজ্জা উপেক্ষা করার কথা
গ) কল্যাণের পথ দ্বিগুণ হবে
ঘ) একটি ভালো কথা জীবনে নিয়ে আসে সফলতা | |
| ২৭. | মেহপূর্ণ কথা কী দূর করে? | কু. বো. ’১৯। |
| ঘ | ক) ভীতি
গ) অশ্রু | খ) সংশয়
ঘ) ব্যথা |
| ২৮. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার অনুসারে মানুষ কীসের সমালোচনা করে? | মি. বো. ’১৯। |
| ক | ক) কাজের
গ) জাতের | খ) বয়সের
ঘ) ধর্মের |
| ২৯. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কথক ডরে করতে পারেন না— | |
| ব | ক) সাজ
গ) নাচ | খ) কাজ
ঘ) গান |
| ৩০. | মানুষের কাজ না করতে পারার কারণ কী? | |
| গ | ক) কর্মদক্ষতার অভাব
গ) লাজ-ভয়ের তাড়না | খ) প্রশিক্ষণের অভাব
ঘ) যোগ্যতার অভাব |
| ৩১. | ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার প্রথম লাইন কোনটি? | |
| ঘ | ক) আড়ালে আড়ালে থাকি
গ) পাছে লোকে কিছু বলে | খ) করিতে পারি না কাজ
ঘ) নীরবে আপনা ঢাকি |
| ৩২. | “সদা ভয়, সদা —।” শূন্যস্মরণে হবে— | |
| গ | ক) কাজ
গ) লাজ | খ) সাজ
ঘ) সংশয় |
| ৩৩. | মানুষের নীরবে নিজেকে ঢেকে রাখার প্রবণতা দেখা দেয় কখন? | |
| ব | ক) যখন আঘাসচেতনতা বাড়ে
খ) যখন মানুষ সৌন্দর্যসচেতন হয়
গ) যখন নিজের প্রতি যত্নবান হয়
ঘ) যখন মনে সংশয়-সন্দেহ ভিড় করে | |
| ৩৪. | ‘উঠে শুভ্র চিত্ত কর’ এর পরের লাইন হলো— | |
| ঘ | ক) সম্মুখে চরণ নাহি চলে
গ) সংশয়ে সংকল্প সদা টলে | খ) চলে যাই উপেক্ষার ছলে
ঘ) মিশে যায় হৃদয়ের তলে |
| ৩৫. | মানুষের সম্মুখে চরণ চলা বন্ধ হয় কেন? | |
| ব | ক) পা ডেঙে গেলে
গ) অলসতায় আক্রান্ত হলে | খ) পায়ে তীব্র ব্যথা হলে
ঘ) দ্বিধা-ঘন্টে আক্রান্ত হলে |

 শব্দার্থ ও টিকা ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 96

পাঠের উদ্দেশ্য । পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১৫

৪৮. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মূল উদ্দেশ্য হলো—
[মতিবাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক) শিক্ষার্থীরা যেন কঞ্জনাপ্রবণ হয়
খ) শিক্ষার্থীকে বিধার্ঘিত করা
গ) শিক্ষার্থীদের সুপথে চালিত করা
ঘ) **শিক্ষার্থীকে বিধাযুক্ত করা**
৪৯. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি পড়ে শিক্ষার্থীরা কোন
অনুপ্রেরণা লাভ করবে?
ক) ম্যানুষ জীবনব্যাপন করবে
খ) লড়াকু মনোভাব অর্জন করবে
গ) নিঃসংকোচ চিত্তে জীবন চালনা করবে
ঘ) হতাশা ও হা-হুতাশে আক্রান্ত হবে

 পাঠ-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; গুঠা 96

কবি-পরিচিতি ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা 97

- | | | |
|-----|--|-----------------------------|
| ৫২. | কামিনী রায়ের কবিতায় কীসের সহজ-সরল প্রকাশ লক্ষ করা যায়? | ন্যাশনাল আইডিয়াল ছুল, ঢাকা |
| ৫৩. | কেন বিশ্ববিদ্যালয় কবি কামিনী রায়কে জগত্তারিণী পুরস্কারে ভূষিত করে? | [জ. বো. '১৫] |
| ৫৪. | কামিনী রায়ের লেখা ছেটদের কবিতা সংগ্রহের নাম কী? [দি. বো. '১৭] | [বি. বো. '১৯] |
| ৫৫. | কবি কামিনী রায়ের পেশা কী ছিল? | [বি. বো. '১৯] |
| ৫৬. | কবি কামিনী রায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? | [বি. বো. '১৯] |
| ৫৭. | কামিনী রায় কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন? | [বি. বো. '১৯] |
| ৫৮. | কবি কামিনী রায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? | [বি. বো. '১৯] |
| ৫৯. | কামিনী রায় কোন বিষয়ে অনার্স নিয়েছিলেন? | [বি. বো. '১৯] |
| ৬০. | কামিনী রায় কোন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন? | [বি. বো. '১৯] |
| ৬১. | কামিনী রায়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য— | [বি. বো. '১৯] |
| ৬২. | কবি কামিনী রায় কোন স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছিলেন? | [বি. বো. '১৯] |

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রক্ষেপ ও উত্তর

৬৩. মূপক তার শ্রেণির সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র হয়েও বক্তৃতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে চায়। — মূপকের মাঝে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কুটে ঘঠা দিকটি হচ্ছে—
[সকল বোর্ড '১৩]

৬৪. 'উপেক্ষার ছলে' বলতে বোঝানো হয়েছে—
 i. অবহেলা করে
 ii. গ্রাহ না করে
 iii. গুরুত্বহীনভাবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i ⑥ i.ii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
৬৫. 'উপেক্ষার ছলে' বলতে বোঝানো হয়েছে—
 [এস. কে. সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ; নওগাঁ জিলা কুল]
 i. অবহেলা না করে
 ii. গ্রাহ না করে
 iii. গুরুত্বহীনভাবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
৬৬. 'সম্মুখে চরণ নাহি ছলে' চরণটিতে কবি যে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন— [আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার; দি বাস মেসিজেনসিয়াল মডেল কুল এন্ড কলেজ, পুরুষগাঁও, মৌলভীবাজার]
 i. বাধাহীনভাবে সামনে এগিয়ে যাওয়া
 ii. অন্য কারও ভয়ে চলাচল বন্ধ রাখা
 iii. গোপনীয়তা ভেঙে প্রকাশ্যে নিজেকে তুলে ধরা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii ⑧ i.ii.iii
৬৭. 'শক্তি মরে ভীতির কবলে' চরণটিতে কবি যে বিষয় ঘূর্ণ করে তুলতে চেয়েছে—
 [গত: মুসলিম হাই কুল, চট্টগ্রাম]
 i. শক্তিকে জাহাত করা
 ii. ভীতিকে শক্তিতে রূপান্তর করা
 iii. শক্তি সঞ্চার করে ভীতি দূর করা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
৬৮. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মূল বক্তব্য হলো—
 [বিয়াম ল্যাবরেটরি কুল এন্ড কলেজ, গুরুপুর]
 i. নিজেকে গুটিয়ে না রাখা
 ii. সমালোচনায় কান না দেওয়া
 iii. দ্বিধান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i ⑥ i.ii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
৬৯. ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার প্রবণতা কখন লক্ষ্য করা যায়?
 i. যখন মানুষ নিজের প্রতি যত্নবান হয়
 ii. যখন মনে সংশয়-সন্দেহ ভিড় করে
 iii. যখন মানুষ অমূলক ভয়ে আক্রান্ত হয়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ iii ⑧ ii.iii
৭০. যখন মানুষ 'পাছে লোকে কিছু ভাবছে' ভাবে তখন মানুষ যা করে থাকে—
 i. আড়ালে-আবডালে থাকে
 ii. নীরবে-গোপনে থাকে
 iii. জীবন স্থবির করে রাখে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ ii.iii ⑦ i.iii ⑧ i.ii.iii
৭১. মানুষ তার অভরের কানার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটায় না যে কারণে—
 i. লোকের দৃষ্টিগোচর হবে বলে
 ii. সামাজিক চক্র ভয়-বিহুলতায়
 iii. কানার আবেদন সাময়িক বলে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii

- অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর
 এ উদ্দীপকটি পড়ে ৭২ ও ৭৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 'বালিয়ে যাবে কেবল তখন হার মেনে সব মানা
 তুমি যখন সাহস করে হবে হার না মানা।'
 [জ. বো. '১৯]

৭২. উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার যে চরণ—
 i. পাছে লোকে কিছু বলে
 ii. শক্তি মরে ভীতির কবলে
 iii. বিধাতা দিছেন প্রাণ, থাকি সদা শ্রিয়মাণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
৭৩. কবিতাখণ্ডের কোন ভাবটি 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে থাকা আবশ্যক?
 ক ⑤ সাহসিকতা ⑥ হতাশা
 ক ⑦ দুর্বলতা ⑧ ভীরুতা
- ক্ষ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৪ ও ৭৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে সাবিনা একটি হস্তশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বিভিন্ন লোকজনের সমালোচনা উপেক্ষা করে সে আজ সফল ব্যবসায়ী।
 [সি. বো. '১৮]
৭৪. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কোন কবিতার/রচনার মূল বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যপূর্ণ?
 ক ⑤ আমাদের লোকশিল্প ⑥ পাছে লোকে কিছু বলে
 ক ⑦ ভাব ও কাজ ⑧ নারী
৭৫. সাবিনার উদ্যোগ সফল হয়েছে—
 i. লোকশিল্পের প্রতি আগ্রহ থাকায়
 ii. দৃঢ় সংকলনের কারণে
 iii. লোকলজ্জা ও সমালোচনা উপেক্ষা করায়
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i ⑥ i.ii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
- ক্ষ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৬ ও ৭৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 তারেক ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করতে চায়। কিন্তু তালো ফলাফল না করলে বন্ধুরা হাসাহাসি করবে— এই ভয়ে সে তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।
 [সি. বো. '১৮]
৭৬. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন চরণের সাদৃশ্য রয়েছে?
 ক ⑤ হৃদয়ে বুদ্বুদ মতো/উঠে শুভ চিন্তা কর
 ৰ ৰ কাদে প্রাণ যবে, আঁখি/স্বতন্ত্রে শুক্র রাখি
 ৰ ৰ একটি মেহের কথা/প্রশ্মিত পারে ব্যথা
 ক ৰ বিধাতা দিছেন প্রাণ/থাকি সদা শ্রিয়মাণ
৭৭. উদ্দীপকে তারেকের মতো মানুষদের প্রত্যাশা বাস্তবায়নে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতা রচয়িতার পরামর্শ হলো—
 i. সংশয় দূর করতে হবে
 ii. অধ্যবসায়ী হতে হবে
 iii. সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii
- ক্ষ উদ্দীপকটি পড়ে ৭৮ ও ৭৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 হিমু বাড়ি যাওয়ার পথে ফার্মগেট সেজান পয়েন্টের সামনে দেখে এক প্রতিবন্ধী প্রচুর বৃষ্টিতে রাস্তার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। প্রতিবন্ধী লোকটিকে দেখে হিমুর যুব মায়া হলো। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সম্মেও সংকোচের কারণে হিমু প্রতিবন্ধীটিকে উপেক্ষা করে চলে গেল।
 [ক. বো. '১৭]
৭৮. উদ্দীপকের হিমুর মধ্যে পঠিত বইয়ের কোন কবিতার ইংরিজ পাওয়া যায়?
 ক ৰ মানবধর্ম ৰ নদীর ব্রহ্ম
 ৰ ৰ প্রার্থী ৰ পাছে লোকে কিছু বলে
৭৯. উক্ত কবিতা অনুযায়ী আমাদের যে বিষয়গুলো বর্জন করতে হবে—
 i. লোকের সমালোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া
 ii. নিজেকে গুটিয়ে রাখার প্রচেষ্টা
 iii. নিঃসংকোচিতে জীবনপথে পরিচালিত হতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 এ ⑤ i.ii ⑥ i.iii ⑦ ii.iii ⑧ i.ii.iii

- | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|---------------|--|--|--|--|
| অ | উদ্দীপকটি পড়ে ৮০ ও ৮১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | | | | | | | |
| জলিল চাকরি না পেয়ে একটি মুদির দোকান দেয়ার জন্য চিন্তা করে। কিন্তু সে ভাবে, এতে সে সফল হতে পারবে তো? [গ্র. বো. '১৬] | | | | | | | | |
| ৮০. | উদ্দীপকে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন দিকটি জলিলের মধ্যে কুটে উঠেছে? | | | | | | | |
| ক | Ⓐ সংশয় | Ⓑ হতাশা | Ⓒ দুর্বলতা | Ⓓ ভীরুতা | | | | |
| ৮১. | কবির দৃষ্টিতে জলিল সফল হতে পারবে— | | | | | | | |
| i. দৃঢ়সংকল্প থাকলে
ii. সংশয় দূর করতে পারলে
iii. সাহসী হলে | | | | | | | | |
| ঘ | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | | | | |
| ৮২. | Ⓐ i ও ii | Ⓑ i ও iii | Ⓒ ii ও iii | Ⓓ i, ii ও iii | | | | |
| জ | উদ্দীপকটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও : | | | | | | | |
| যখন তুমি পালিয়ে যাবে মানবে তুমি হার
তুমি যখন সাহস করে করবে কাজ, তখন হবে নাকে হার। | | | | | | | | |
| [যাজ্ঞশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়] | | | | | | | | |
| ৮২. | উদ্দীপকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার যে চরণ— | | | | | | | |
| i. বিধাতা দিয়েছে প্রাণ, থাকি সদা খ্রিয়মাণ
ii. শান্তি মরে ভীতির কবলে
iii. পাছে লোকে কিছু বলে | | | | | | | | |
| ঘ | নিচের কোনটি সঠিক? | | | | | | | |
| ৮৩. | Ⓐ i ও ii | Ⓑ i ও iii | Ⓒ ii ও iii | Ⓓ i, ii ও iii | | | | |

- ৮৩.** কবিতাংশ্টির কোন ভাবটি ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার
মানুষের মধ্যে ধাকা অপরিহার্য বলে কবি মনে করেন?
 ০ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৪ ও ৮৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 পারিব না একথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাব এক বার
পাঁচজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা
পার কি না পার কর যতন আবার
এক বারে না পারিলে দেখ শতবার।

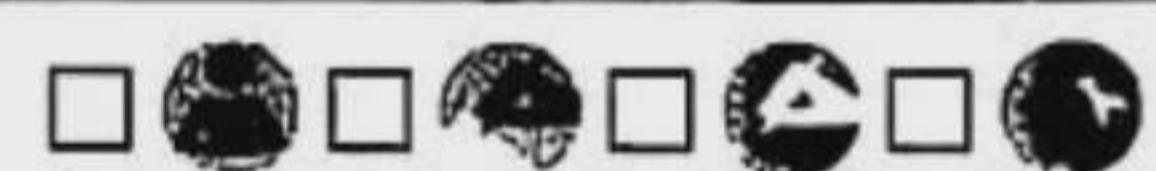
৮৪. উদ্দীপকের কবিতাংশে যে না পারার কথা বলা হয়েছে— তা
ব্যক্তিমনে কেন সঞ্চারিত হয়? পাঠ্য কবিতার আলোকে তা হবে—
 i. দ্বিধা-স্বর্ষের জন্য
 ii. সংশয়প্রবণতার জন্য
 iii. অতি আনন্দের জন্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ০ i. ও ii. ০ i. ও iii. ০ iii. ০ ii. ও iii.

৮৫. আর পাঁচজনের মতো সফলতা ছিনিয়ে আনতে হলে মানুষের
করণীয় হলো—
 i. জীবনের যাত্রাপথকে নিঃসংকোচ করা
 ii. ক্ষতির ভয়ে উলায়মান ধাকা
 iii. আড়াল ত্যাগ করে মুক্তপথে চলা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ০ i. ও ii. ০ ii. ০ i. ও iii. ০ i, ii ও iii.

গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রক্ষেপণ ও উন্নয়ন



শিখনফলের ধারায় প্রণীত



পৃষ্ঠা ০১ | কুমিল্লা বোর্ড ২০১৭; চট্টগ্রাম বোর্ড ২০১৬

ବୁବେଳ ଓ ସୋହେଲ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ । ବୁବେଳ ସୋହେଲେର ସବ ଗୁଣେର ଡକ୍ଟର । କିନ୍ତୁ ସୋହେଲ ମାଝେ ମାଝେ ବୁବେଲେର ସମାଲୋଚନା କରେ । ବୁବେଳ ସୋହେଲେର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୋଟେও ପଛନ୍ଦ କରେ ନା । ସେ ସୋହେଲେର ଓପର ବିରକ୍ତ ହୟ । କିନ୍ତୁ ବୁବେଳ ଯଦି କଥନେ ସୋହେଲେର ସମାଲୋଚନା କରେ ତବେ ସୋହେଲ ବିରକ୍ତ ହୟ ନା । ସୋହେଲ ଯନେ କରେ ବୁବେଲେର ସମାଲୋଚନାର ମଧ୍ୟମେ ତାର ଉପକାର କରେନ ।

- ক. মিয়মাণ শব্দের অর্থ কী? ১

খ. 'শক্তি ঘরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে'— বুঝিয়ে
লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে সোহেল 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার যে শ্রেণির
প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সবচুক্ষ উদ্দীপকে
উপস্থাপিত হয়নি— মনব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

୧ନ୍ ପ୍ରଶ୍ନାର ଉତ୍ତର

► শিখনফল ১

- ক • মিলমাণ শব্দের অর্থ— কাতর বা বিষাদগ্রস্ত ।
 - খ • 'শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে'— বলতে কবি কোনো কাজ করার জন্য উদ্যোগী হয়েও অন্যের সমালোচনার ভয়ে সেই ইচ্ছাশক্তির বিনষ্ট হওয়াকে বুঝিয়েছেন ।
 - অনেক আছে যারা অকারণে ডয় পায় । অন্যের সমালোচনার ভয়ে বিভিন্ন কাজ থেকে পিছিয়ে আসে । সেই ডয় পাওয়ার ফলে তারা অনেক সহজ ও কল্প্যাণকর কাজও করতে পারে না । কারণ কাজ করার আগ্রহ তাতে কমে যায় । ফলে তার ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যও বিনষ্ট হয় । এ কথা ভেবেই কবি প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছেন ।
 - গ • উদ্দীপকের সোহেল 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সমালোচক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে ।

- সমালোচনা একটি মানুষের জন্য খুব প্রয়োজনীয় বিষয়। কারণ সমালোচনার মধ্য দিয়েই ভালো-মন্দের বিচার করা যায়। সমালোচকরাই সমাজের ভালো-মন্দ নিয়ে আলোচনা করে।
 - উদ্দীপকের সোহেল একজন প্রকৃত সমালোচক। সে নিজের সমালোচনা পছন্দ করে এবং প্রয়োজনে বন্ধু বুবেলের সমালোচনা করে তার ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিতে বিধা করে না। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাতেও আমরা দেখি সমালোচকদের কথা বলেছেন কবি। যাদের ভয়ে ভীত মানুষ কোনো কাজই করতে পারে না। মানুষ আসলে বুঝতে পারে না যে, সমালোচকরা মানুষের প্রকৃত বন্ধু। তাদের সমালোচনা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে হবে, মনোবল হারালে চলবে না। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের সোহেল ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার সমালোচক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে।
 - “‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার সবটুকু উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি”— মন্তব্যটি যথার্থ।
 - নিন্দুক মানুষের যেমন পরম বন্ধু তেমনি আবার শত্রুও। মানুষ নিন্দুকের সমালোচনার অনুপ্রেরণাও পায়, আবার বিধাবিতও হয়। এই সমালোচকদের কারণে মানুষ লঙ্ঘ থেকেও ছিটকে পড়ে।
 - উদ্দীপকে আমরা দেখি বুবেল ও সোহেল দুই বন্ধু। বুবেল সমালোচনা পছন্দ করে না কিন্তু সোহেল সমালোচনা পছন্দ করে এবং প্রয়োজনে বন্ধুর ভালো-মন্দের সমালোচনাও করে। অপরদিকে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় আমরা দেখি নিন্দুকের ভয়ে মানুষের সব কাজকর্ম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। কবিতার নিন্দুকের প্রভাব নেতৃত্বাচক।
 - উদ্দীপকে শুধু সমালোচনার ইতিবাচক প্রভাব দেখানো হয়েছে। আর আলোচ্য কবিতায় সমালোচনার নেতৃত্বাচক প্রভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু কবি এর মধ্য দিয়ে বোঝান্ত চায়েছেন যে, যারা সমাজে অবদান রাখতে চায় তাদের বিধা করলে বা সমালোচনার ভয় করলে চলবে না। ভয়-ভীতি, সংকোচ উপক্রম করে এগিয়ে চলতে হবে, যা উদ্দীপকে শ্রেণি পায়নি। তাই আমরা বলতে পারি যে, প্রশ়্ণাক্ষেত্র মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৫ বিষয় : কাজে ভয়-ভীতি ও সংকোচ।

নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়;
হাটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে, কটে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল — ভালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

[তথ্যসূত্র : নন্দলাল—জিন্দেন্দুলাল রায়]

- ক. কামিনী রায়ের লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম কী? ১
 খ. একটি মেছের কথায় কীভাবে আমাদের ব্যথা দূর হতে পারে? ২
 গ. উদ্দীপকে 'পাছে লোক কিছু বলে' কবিতার কোন দিকটির
প্রতিফলন ঘটেছে? আলোচনা কর। ৩
 ঘ. "উদ্দীপকের নন্দর মতো আচরণ 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতায় প্রত্যাশিত হয়নি।"— মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ২

- ক.** ০ কামিনী রায়ের লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম 'গুঁগুন'।
খ. ০ একটি মেছের কথায় মানুষের মন ভরে যায়। ফলে মনের মধ্যে
জমে থাকা দুঃখবেদনা দূর হয়ে যায়।
 ০ মানুষের মন সংবেদনশীল। কটু কথায় কষ্ট পায়। আবার মেছের
কথায় সুখ অনুভব করে। মানুষের মনে যদি কোনো গভীর কষ্ট জমে
থাকে, একটি মেছের কথায় সেই কষ্ট কমে যায়। তাই কবি বলেছেন,
একটি মেছের কথায় আমাদের অনেক কট দূর হতে পারে।
গ. ০ উদ্দীপকে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কাজের ক্ষেত্রে
ভয়-ভীতি ও সংকোচের দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে।
 ০ কাজের ক্ষেত্রে ভয়-সংকোচ প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়; মানুষকে
অলস ও কর্মহীন করে তোলে। তাই সফলতা অর্জনে, স্বপ্ন পূরণে ভয়-
ভীতি ও সংকোচ পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়।
 ০ উদ্দীপকের নন্দ ভয়-ভীতির কারণে বাড়ি থেকে বের হতো না।
দুর্ঘটনার ভয়ে গাড়ি, নৌকা ও রেলে চড়ত না। পথে কুকুর ও গাড়ি-
চাপা পড়ার ভয়ে সে ইঁটও না। ভয়-ভীতি ও সংকোচ নিয়ে কাজ
থেকে দূরে থেকে সে বেঁচে থাকতে চাইত। 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতাতেও ভয়ের কবলে পড়ে মানুষের কর্মশক্তি হারিয়ে যাওয়ার কথা
বলা হয়েছে। মিথ্যে ভয়ের কবলে পড়ে মানুষ কাজ থেকে দূরে থাকে।
সংকোচ ও ভয়-ভীতির কারণে তারা অনেক সহজ কাজও করতে পারে
না। কবিতার এই দিকটির প্রতিফলন উদ্দীপকেও ঘটেছে।
ঘ. ০ "উদ্দীপকের নন্দ'র মতো আচরণ 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতায় প্রত্যাশিত হয়নি।"— মন্তব্যটি যথার্থ।
 ০ যারা ভয়-ভীতি ও সংকোচের কারণে কাজ থেকে দূর থাকে তারা
কখনো জীবনে সফল হতে পারে না। তাই দ্বিধা, সংকোচ ও
সমালোচনার ভয়কে পেছনে ফেলে তাই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে
হবে। তবেই পৃথিবীতে মহৎ কাজ ও মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত হবে।
 ০ উদ্দীপকের কবিতাংশে নন্দর আচরণে ভয়-ভীতি ও সংকোচের
বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। অকারণে ভয় পেয়ে নন্দ নিজেকে সব কাজ
থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, পুটিয়ে রেখেছে। এমন আচরণের প্রতি
কবির তিরঙ্কারও পরিলক্ষিত হয়েছে। 'পাছে লোকে কিছু বলে'
কবিতার কামিনী রায় দ্বিধা, সংকোচ ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে
সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি মনে করেন,
কাজের ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সমালোচনার ভয়ে চুপচাপ বসে থাকলে
কখনো সফলতা আসে না। তাই দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও
সমালোচনাকে উপেক্ষা করে কাজ করলেই নিশ্চিত হবে পৃথিবীতে
মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ও মানব কল্যাণ।
 ০ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় ভয়-ভীতি, সংকোচ উপেক্ষা করে
মানুষের কল্যাণে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা কবির অনুভূতিতে প্রকাশ
পেয়েছে। কিন্তু উদ্দীপকের নন্দর মতো আচরণ কোনোভাবেই আলোচ্য
কবিতায় প্রত্যাশিত হয়নি। তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩৬ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৮

মনের মধ্যে মাঝে মাঝে ওঠে উকি মারি
দেশের তরে হিতকর কিছু একটা করি।
কিন্তু হঠাৎ হৃদয় মাঝে ওঠে দারুণ ভয়
ব্যর্থ হলে মানুষজনে না জানি কী কয়।

এমন ভাবনায় কল্যাণ-চিন্তা যায় যে দূরে চলে

জাতির সেবায় নিজেকে আর হয় না ধরা মেলে।

ক. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি কার লেখা? ১

খ. মহৎ উদ্দেশ্যে একসাথে মিলতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার বক্তব্যের

সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতা

উদ্দীপকে আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৩

ক. ০ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতাটি কামিনী রায়ের লেখা।

খ. ০ মহৎ উদ্দেশ্যে একসাথে মিলতে না পারার কারণ হলো স্থান-
কাল-পাত্রের বিবেচনা করে সমালোচনার ভয়।

০ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি সমালোচনা উপেক্ষা করে
মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান করেছেন। সমালোচনার ভয়ে
আমাদের অনেক মহৎ চিন্তা ও কল্যাণকর কাজ পিছিয়ে যায়। এমনকি
তা আর কখনো করাই হয় না। কারণ মনের ভেতরে সংশয় কাজ করলে
কোনো ইচ্ছা বা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা যায় না। নিন্দুকের নিন্দার
ভয়ে মহৎ চিন্তা ও উদ্দেশ্যে একসাথে মিলতে পারে না। অনেকের
মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগের মহৎ ইচ্ছাও পেছনে পড়ে যায়।

গ. ০ উদ্দীপকের সাথে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার
সমালোচনার ভয়ে মহৎ ও কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে
রাখার বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য রয়েছে।

০ সাধারণত সমালোচনাকে মানুষ ভয় পায়। সমালোচনার ভয়ে মানুষ
নিজের সংকল্প, স্বপ্ন, নিজের মধ্যেই আড়াল করে রাখে, প্রকাশ করে
না। নিন্দুকেরা মানুষের ভালো-মন্দ সবরকম কাজেরই সমালোচনা
করে। তাদের ভয়ে মহৎ কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে
জগতের কোনো মহৎ কাজই সম্পূর্ণ হয় না।

০ উদ্দীপকের কবিতাংশে সমালোচনার ভয়ে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন থেকে
মানুষের দূরে থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেশের জন্য
হিতকর কাজের চিন্তা মনে উদয় হলেও কবি তা সমালোচনার ভয়ে
বাস্তবে রূপ দিতে পারেন না। সংকোচ ও ভয়ের কারণে তার সমস্ত
মহৎ চিন্তা দূরে চলে যায়। আর তিনি জাতির সেবায় নিজেকে
নিয়েজিত করতে পারেন না। উদ্দীপকের এই বিষয়টি 'পাছে লোকে
কিছু বলে' কবিতার মঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ্য কবিতায়ও কবি
সমালোচনার ভয়ে মহৎ কল্যাণকর কাজ থেকে নিজেকে আড়াল করে
রাখার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এখানে লোকলজ্জার কারণে মানুষ
কীভাবে মানব কল্যাণমূলক কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে তা
বর্ণনা করা হয়েছে। সংশয়ের কারণে সমস্ত সংকল্প টুলে যায়।
উদ্দীপকের কবিতাংশে যেসব কারণে কবি জাতির সেবা করা থেকে
বঙ্গিত হন, 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায়ও একই কারণে তার
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন না।

ঘ. ০ না, 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার বিষয়বস্তুর সামগ্রিকতা
উদ্দীপকে নেই।

০ নিন্দুকেরা মানুষের ভালো কাজ ও মন্দ কাজ নিয়ে সমালোচনা
করে। তাদের সমালোচনার ভয়ে অনেকে মহৎ কাজ থেকে সরে যায়।
পরিবার, সমাজ, জাতির প্রতি কর্তব্য পালনে আমাদেরকে
সমালোচনার ভয়, সংকোচ, লোকলজ্জা পরিহার করে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে
সামনে এগিয়ে যেতে হবে।



০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি সমালোচনা উপেক্ষা করে পথ চলার কথা বলেছেন। কিন্তু অনেকেই সমালোচনা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। সংকোচ ও সমালোচনার ভয়ে তাদের সংকল্প পূর্ণতা পায় না। কবিতার এই দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির মনের মধ্যে দেশের জন্য হিতকর কিছু করার বাসনা হয়। কিন্তু সমালোচনার ভয়ে তিনি কিছু করতে পারেন না। মানুষজন কে কী বলে সেই দিক চিন্তা করে তাঁর আর কিছু করার হয়ে ওঠে না। ফলে তাঁর সমস্ত কল্যাণ চিন্তা দূরে চলে যায়। তিনি আর জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন না। এই দিকটি কাটিয়ে ওঠার কোনো পরামর্শ উদ্দীপকে নেই। এক্ষেত্রে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় ভয়, সংকোচ, সমালোচনা উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে নিজ নিজ কাজে মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমাদের অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় লোকের সমালোচনার ভয়ে বিধ্বংস না হয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়েছে। কবিতায় মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করার জন্য লোকলজ্জা উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে। কবিতা থেকে নিঃসংকোচ চিত্রে জীবনপথে পরিচালিত হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করা যায়। উদ্দীপকে এসব বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে কবিতার সামগ্রিক বিষয় প্রতিফলিত হয়নি।

প্রশ্ন তত্ত্ব ঘোষণা বোর্ড ২০১৯

মিলনের অমায়িক ব্যবহারে সকল মানুষ মুগ্ধ। সে ধনী-গরিব, ছেট-বড় সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করে। শ্রমজীবীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে দেখে তার বন্ধু শিপন বলে, ‘ছোটলোকদের এত আঢ়ারা দিতে নেই।’ কিন্তু মিলন শিপনকে বলে, ‘সকল শ্রেণির মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলে সম্মান করে না, বরং বাড়ে।’

ক. হৃদয়ে বুদ্ধবুদ্ধের মতো কী ওঠে?

১

খ. ‘একটি মেহের কথা প্রশ্নিতে পারে ব্যথা’— ব্যাখ্যা কর।

২

গ. শিপনের মধ্যে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. “উদ্দীপকের মিলনের মানসিকতা এবং ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবির মানসিকতা একসূত্রে গাঁথা”— ঘূর্ণ্যালয় কর।

৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

৪ শিখনফল ৪

ক. ০ হৃদয়ে বুদ্ধবুদ্ধের মতো শুভ চিন্তা ওঠে।

১

খ. ০ একটি মেহের কথায় মানুষের মন আঘাত হয় এবং মনের মধ্যে জমে থাকা সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যায়।

২

০ মানুষের মন সংবেদনশীল। সে কটুকথায় কট পায় আর মেহের কথায় সুখ অনুভব করে। মানুষের মনে যদি কোনো গভীর কট জমে থাকে, এ অবস্থায় কেউ তাকে কোনো মেহের কথা বললে তার সেই কট অনেকটা লাঘব হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গেই কবি বলেছেন—

“একটি মেহের কথা

প্রশ্নিতে পারে ব্যথা।”

গ. ০ উদ্দীপকের শিপনের মধ্যে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় প্রকাশিত ভালো কাজের সমালোচনা করার প্রবণতার দিকটি ফুটে উঠেছে।

৩

০ নিন্দুকেরা মানুষের ভালো কাজ হোক আর মন্দ কাজ হোক সমালোচনা তারা করবেই। এতেই যেন তাদের সব শান্তি। যারা দুর্বল চিত্রের তারা সমালোচকদের ভয়ে ভালো কাজ করা থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

৪

০ উদ্দীপকের শিপন একজন নিচ মানসিকতার অধিকারী। সে তার বন্ধু মিলনের মহৎ কাজেরও সমালোচনা করে। শ্রমজীবীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে দেখে বন্ধুকে বলে ছোটলোকদের এত আঢ়ারা দিতে নেই। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায়ও সমালোচকদের এমন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। তারা ভালো-মন্দ সব কাজেই

সমালোচনা করে। কোনো মানুষ ভালো কাজ করতে পেলেও তারা পিছন থেকে কথা বলবে। তাকে হতোদামের চেঁটা করবে। শিপনের মধ্যে কবিতায় প্রকাশিত পিছনে সমালোচনা করার দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঞ. ০ “উদ্দীপকের মিলনের মানসিকতা ও ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবি কামিনী রায়ের মানসিকতা একই সূত্রে গাঁথা”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ তারুণ্যের অপার শক্তি ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যারা সমালোচনার ভয়ে তারা পিছিয়ে যায়। আর তা যদি না করে তবে তারা কোনো কিছুকে পরোয়া না করে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। সমালোচনাকে পেছনে ফেলেই মানুষের মনে উচিত হওয়া কল্যাণ চিন্তার বাস্তবায়ন করা যায়।

০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি সমালোচনাকে উপেক্ষা করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আলোচ্য কবিতায় কবি কোনো কাজ করার সময় বিধ্বংস হতে নিষেধ করেছেন। কারণ সমাজে অবদান রাখতে হলে মনের দ্বিধা, সংশয়, লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে চলতে হবে। উদ্দীপকেও মিলনের মানসিকতায় সমালোচনার ভয়কে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। শারীর সব শ্রেণির মানুষের সাথে আন্তরিক ব্যবহার করে। এতে বন্ধুদের কেউ কেউ সমালোচনা করলে সে সমালোচনাকে উপেক্ষা করে মহৎ উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে যায়।

০ মানবকল্যাণে কাজ করতে দ্বিধা, সংকোচ, সমালোচনার ভয় এড়িয়ে চলতে হবে। এটি ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবির মানসিকতায় প্রকাশ পেয়েছে। উদ্দীপকের মিলনের যাবেও এমন মানসিকতার বহিপ্রকাশ ঘটেছে, যা উদ্দীপকের শারীর ও কবি কামিনী রায়ের মানসিকতাকে একসূত্রে গেথেছে। তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন তত্ত্ব দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

নিম্ন শারীরিক প্রতিবন্ধী। পা দিয়ে লিখে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা পাস করেছে। লেখাপড়া করে এইটুকু আসতে তাকে অনেক বাধা পার হতে হয়েছে। মা-বাবার সহযোগিতা ছাড়া যা কখনই সন্দেহ ছিল না। সমাজের কিছু মানুষের মুখের কথা শুনলে তার হয়তো পড়ালেখাই হতো না। পাস করার পর নিপুণ অতি আনন্দে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, “আমাদের মতো মানুষদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করুন।”

ক. কীসে কবির ব্যাখ্যা প্রশ্নিতে হয়?

১

খ. ‘আড়ালে আড়ালে থাকি, নৌরবে আপনা ঢাকি’— কেন?

২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজের কিছু মানুষের আচরণে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. নিপুণের মতো দৃঢ়চেতা মনোভাব সৃষ্টিই ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার মূলভাব— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

৪

৫ নেং প্রশ্নের উত্তর

৫ শিখনফল ৫

ক. ০ একটি মেহের কথায় কবির ব্যাখ্যা প্রশ্নিতে হয়।

খ. ০ ‘আড়ালে আড়ালে থাকি, নৌরবে আপনা ঢাকি’— কারণ পাছে

লোকের সমালোচনার ভয় ও সংকোচ।

০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি মানুষের দ্বিধা-হ্বন্দ, ভয়, সমালোচনা ইতাদি উপেক্ষা করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার কথা বলেছেন। অনেকের মনে মানবকল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগের ইচ্ছা জাগে কিন্তু পাছে লোকে কিছু বলবে, সেই ভয় ও সংকোচের কারণে তা কার্যে পরিণত করতে পারে না। সেসব শুভ চিন্তা পূর্ণতা পায় না। কারণ বাস্তি লোকলজ্জার ভয়ে তা প্রকাশ না করে নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে। মনের মধ্যে সংশয় কাজ করলে এবং সমালোচনার ভয় থাকলে কোনো ইচ্ছা ও খগকে বাস্তবে রূপদান করা যায় না।

১. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমাজের কিছু মানুষের আচরণে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তা হলো লোকনিদা ও সমালোচনা।

২. সমালোচনার ভয়ে মানুষ অনেক সময় ভালো কাজ করতে পারে না। নেতৃবাচক সমালোচনা ও লোকনিদা কারণে অনেকে মহৎ কাজ থেকেও সরে আসে। কারণ লোকলজ্জা মানুষকে দ্বিগুণ করে এবং ভালো কাজের স্পৃহা নষ্ট করে দেয়।

৩. উদ্দীপকে নেতৃবাচক সমালোচনা ও লোকলজ্জা-ভয় উপেক্ষা করে একজন প্রতিবন্ধীর এগিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সে মা-বাবার সহায়তায় অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং পা দিয়ে লিখে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। উদ্দীপকের সাহসী নিপুণের লেখাপড়াকে যারা সহজে গ্রহণ করেন এবং যারা নেতৃবাচক সমালোচনা করেছে, তাদের কথা শুনলে সে এগিয়ে যেতে পার না। এর কারণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় তুলে ধরা ধরেছেন। কবি বলেছেন, মানুষের মধ্যে মহৎ ও শুভ চিন্তা জাগ্রত হলেও সমালোচনার ভয়ে তা প্রকাশ করে না। মনের মধ্যেই সেগুলো নীরবে হারিয়ে যায়। উদ্দীপকের নিপুণ সেটা উপেক্ষা করেছে বলেই তার পক্ষে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

৪. নিপুণের মতো দৃঢ়চেতা মনোভাব সৃষ্টিই 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মূলভাব- মন্তব্যটি যথার্থ।

৫. আমাদের মনে জগতের কল্যাণকর বহু শুভচিন্তা উদয় হয়। কিন্তু সমালোচনার ভয়ে আমরা তা প্রকাশ করতে পারি না। সমাজে একশ্রেণির লোক আছে যারা সব কাজেরই নেতৃবাচক সমালোচনা করে থাকে। এতে মহৎ কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. উদ্দীপকে সমাজের কিছু লোকের নেতৃবাচক সমালোচনা সঙ্গেও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নিপুণের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। লোকলজ্জার ভয়ে নিপুণ ভালো কাজ থেকে সরে আসেনি। সে তার বাবা-মায়ের সহায়তায় তার লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। সুযোগ পেলে প্রতিবন্ধীরাও যে কিছু করতে পারে সেই লক্ষ্যে সে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্দীপকের নিপুণের মতো সাহসী এক দৃঢ়চেতা মানুষই 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি প্রত্যাশা করেছেন। তিনি এখানে বিধা-হস্ত, ভয়-সংকোচ উপেক্ষা করে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আমাদেরকে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন।

৭. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি সমালোচনা উপেক্ষা করে মহৎ কাজে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানিছেন। এজন্য তিনি মানুষকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে বলেছেন। উদ্দীপকের নিপুণ কবির সেই প্রত্যাশিত মানুষের প্রতিনিধি। এই দিক থেকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৬ ডিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

রেদওয়ান পড়াশোনা শেষ করে গ্রামের বাড়ি ফিরে আসে। সে গ্রামের তরুণ সমাজকে বই পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য একটি ছোটখাটো লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। তার এ মহৎ কাজে হাজারো বাধাবিপত্তি আসা সঙ্গেও সে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

- ক. কামিনী রায় কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. নিজেকে কেন আমরা আড়ালে রাখি? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সাদৃশ্য তুলে ধর। ৩
- ঘ. 'দৃঢ়সংকল্পবন্ধ হলে সকল বাধা-বিপত্তিকে দূর করা যায়'- উক্তিটি উদ্দীপক ও 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আলোকে যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ঘ শিখনফল ৪

- ক. ১. কামিনী রায় বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
- ক. ২. আমরা লোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে নিজেকে আড়ালে রাখি।
- ক. ৩. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি পোকলজ্জা ও সমালোচনার ভয়ে কাজ থেকে দূরে থাকার দিকটি প্রকাশ করেছেন। আমরা দুর্বলচিত্তের অধিকারী বলে মানুষের সমালোচনার ভয়ে নিজেদের

ভাস্তো কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করি। কে কী বলবে এই কথা ভেবে আমরা কোনো কল্যাণকর কাজেই অগ্রসর হতে চাই না। কারণ আমরা চলার পথে প্রতিনিয়তই অসংগ্রহ বাধানিয়ে দেবে সামনে পড়ি। আমাদের ভিতরে অনেক মহৎ ও কল্যাণকর চিন্তা থাকলেও তা বাস্তবে বৃপ্ত লাভ করে না। এসব কারণে আমাদের অনেক সৎ ইচ্ছাই মনের মধ্যে মরে যায় এবং আমরা আড়ালে থেকে যাই।

গ. ১. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় বর্ণিত দৃঢ়সংকল্প নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

২. সমালোচনার ভয়ে মানুষ ভালো কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এ বিষয়টি মানবকল্যাণের অন্তরায়। কারণ যেকোনো ভালো কাজেই সমাজের জন্য কল্যাণকর। মনের বিধা, দ্বন্দ্ব, ভয়, কঠিন সমালোচনা ইত্যাদির ভয়ে পিছিয়ে না থেকে মানুষকে মানবকল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে।

৩. উদ্দীপকে একজন তরুণের নিজের পরিকল্পনা অনুসারে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে পড়াশুনা শেষ করে রেদওয়ান গ্রামে গিয়ে লাইব্রেরি গড়ে তুলেছে। তার এ মহৎ কাজে বাধা-বিপত্তি এলেও সে থেমে যায়নি। গ্রামের তরুণ সমাজকে বই পড়ায় উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরি গড়ে তোলার সিদ্ধান্তে সে অটল থেকেছে। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায়ও কবি সমাজে অবদান রাখার জন্য দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে কাজ করতে বলেছেন। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে গিয়ে উদ্দীপকের রেদওয়ান যেমন বাধা মুখে থেমে যায়নি, তেমনি কবিও ভয়-ভীতি, সংকোচ উপেক্ষা করে ভালো কাজে এগিয়ে যেতে বলেছেন। এভাবে উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ও ভাবচেতনা 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার ভাবচেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. ১. "দৃঢ়সংকল্পবন্ধ হলে সকল বাধা-বিপত্তিকে দূর করা যায়।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

১. জগতে মহৎ কাজে যে এগিয়ে যায় তার সামনে নানা জনের নানা সমালোচনা, নিদা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় অনেকেই ভয়ে, লজ্জায়, সংকোচে সেই কাজ থেকে পিছিয়ে আসে। আবার কেউ কেউ সমাজের নেতৃবাচক মন্তব্যকে পেছনে ফেলে দৃঢ় মনোবল নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।

২. উদ্দীপকে এক তরুণের মহৎ কাজের পরিকল্পনা এবং সেই কাজ সম্পন্ন করার সিদ্ধান্তে তার অটল থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সে বই পড়ায় উৎসাহিত করার জন্য গ্রামে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প হয়েছে। তার এই সংকল্প 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবির প্রত্যাশার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় কবি ভয়, লোকলজ্জা, সমালোচনা উপেক্ষা করে দৃঢ়সংকল্পবন্ধ হয়ে কাজ করার জন্য তরুণ সমাজকে আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন শক্তি যেন ভীতির কবলে পড়ে নিঃশেষ না হয়ে যায়। নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে মানবকল্যাণ সাধন থেকে যেন কেউ বিরত না হয়। এই দিক থেকে উদ্দীপকের মূলভাব এবং 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মূলভাব একস্তুতে গাথা।

৩. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি সমাজে অবদান রাখতে চান, এমন ব্যক্তিদের সমালোচনা, আত্মবন্ধ পরিহার করে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে কাজ করতে বলেছেন। উদ্দীপকের রেদওয়ানের কাজের ধরন, উদ্দেশ্য এবং সেই কাজ বাস্তবায়নে তার মনোবল 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবির প্রত্যাশার অনুরূপ। সে সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সামনে এগিয়েছে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রগোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ০৭ বিষয় : আত্মবিশ্বাসের জয়গাথা।

ইচ্ছাশক্তির কাছে প্রতিবন্ধকতাও হার মানে কথাটি একেবারেই মিথ্যে নয়। জন্ম থেকে তামেরু জেগেই প্রতিবন্ধী, তবে ক্রাচে ভর করেই করেছেন বিশ্বরেকর্ড। ক্রাচে ভর করে ৫৭ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করে গোটা বিশ্বকে তাক লাগান এই প্রতিবন্ধী। পেশায় সার্কাস অভিনেতা তামেরুর জন্ম জার্মানিতে।

জন্ম থেকেই তামেরু পা ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু স্বপ্ন পূরণে ছেলেবেলা থেকেই পায়ের পরিবর্তে হাতের ব্যবহার শিখেছেন। আর ২০১৬ সালের গিনেস ওয়ার্ল্ড বুকে নাম লেখান এই প্রতিবন্ধী।

[তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন—২৫/০২/২০১৭]

- ক. শুভ্র চিন্তা হৃদয়ে কীভাবে দেখা দেয়? ১
- খ. 'পারি না মিলিতে সেই দলে'— কবি কোন দলে কেন মিলিতে পারেন না? ২
- গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন দিকটির মিল রয়েছে? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের তামেরু 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কবির চেতনার ধারক ও বাহক।"— তোমার উভয়ের পক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৪

ক. ০ শুভ্র চিন্তা হৃদয়ে বৃদ্ধবুদ্ধের মতো দেখা যায়।

খ. ০ মহৎ উদ্দেশ্যে কিছু মানুষ একসাথে মিলিত হয়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষ সমালোচনার ভয়ে ও সংকোচে সেই দল মিলিতে পারেন না।

০ অনেকের মনে কল্যাণকর কাজ করার মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। সবার সঙ্গে মিলেমিশে, সবার সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে একে অন্যের সাহায্য এগিয়ে আসতে চায় অনেকে। স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য জ্ঞান করে কিছু কিছু মানুষ সহজভাবে তাদের দলে মিশতে পারেন না। কারণ— তাকে পেছনে কে কী বলে এই ভয় ও সংকোচ।

গ. ০ উদ্দীপকের সঙ্গে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় মানুষের ভয়ে নিজের সংকল্প লুকিয়ে না রাখার দিকটির মিল রয়েছে।

০ সব মানুষের মনে নিজের কিছু ইচ্ছা বা সংকল্প থাকে। সেগুলো বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত। অন্যাথায়, এগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

০ উদ্দীপকে দেখা যায়, তামেরু পা ব্যবহার করতে পারেন না। কিন্তু এর পরেও তিনি নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ক্রাচে ভর দিয়ে মাত্র ৫৭ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করেছেন। নিজের ইচ্ছাপূরণের অদম্য চোটা থেকেই তামেরু এটি করতে পেরেছেন। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কবিও ঠিক এদিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কবির মতে, মানুষের সমালোচনার ভয়ে নিজের স্বপ্ন, নিজের ইচ্ছাকে কখনো লুকিয়ে রাখতে হয় না। যেমনটা উদ্দীপকের গ্রামের মানুষের সমালোচনাকে পাঞ্চ না দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। তাই বলা যায়, এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার এই দিকটির মিল রয়েছে।

ঘ. ০ উদ্দীপকের তামেরু 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কবির চেতনার ধারক ও বাহক— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ মানুষের সমালোচনার ভয়ে নিজের সংকল্প, নিজের স্বপ্ন লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই বৃন্দিমানের কাজ।

০ উদ্দীপকের তামেরু জন্ম থেকেই প্রতিবন্ধী হলেও নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তিনি মাত্র ৫৭ সেকেন্ডে ১০০ মিটার পথ অতিক্রম করেছেন ক্রাচে ভর দিয়ে, গড়েছেন বিশ্বরেকর্ড। জন্ম থেকে পা ব্যবহার করতে না পারলেও তিনি স্বপ্ন পূরণের অন্য হাতের ব্যবহার শিখে নিয়েছিলেন। তিনি সমাজের প্রতিবন্ধকতা এবং যাবতীয় সমালোচনার কথা চিন্তা না করে গড়েছেন এই রেকর্ড। 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় কবি লোকের সমালোচনার দিকে কান না দিয়ে সামনের এগিয়ে যাওয়ার কথা ন্যূনহনে।

০ উদ্দীপকের তামেরু সমালোচনার ভয় না করে অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা স্বপ্নপূরণ করে গড়েছেন বিশ্বরেকর্ড। কবিতায় কবি ঠিক এই দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তামেরু 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কবির চেতনার ধারক ও বাহক।

প্রশ্ন ৮টি রাজশাহী বোর্ড ২০১৯

স্টিভ জবস নিজে কখনো কলেজের পাঠও চুক্তোতে পারেননি। রিড কলেজে ভর্তি হওয়ার মাত্র হয় মাসের মধ্যে তিনি ড্রপ আউট হয়ে যান। তারপর কোকের বোতল কুড়িয়ে পাঁচ সেন্টের বিনিময়ে খাওয়ার খরচ জোটানো শুরু করেন। বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণ তাঁকে দারুণভাবে আহত করে। সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে রাতে বন্ধুদের রুমের মেঝেতে যরার মতো ঘুমানো স্টিভ জবস-ই আজ অ্যাপল কোম্পানির মালিক, যেখানে চার হাজারেরও বেশি মানুষ কাজ করছে।

ক. 'একটি মেহের কথা'-এর পরের চরণটি লেখ। ১

খ. শুভ্র চিন্তা বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্টিভ জবস-এর বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কোন দিককে ফুটিয়ে তোলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকের স্টিভ জবস-ই কামিনী রায়ের কাঞ্চিত মানুষ।'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

ক. ০ 'একটি মেহের কথা'-এর পরের চরণটি হচ্ছে— 'প্রশ্নমিতে পারে ব্যথা।'

খ. ০ 'শুভ্র চিন্তা' বলতে কামিনী রায় আমাদের হৃদয়ে উদয় হওয়া জগতের বহু কল্যাণকর চিন্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

০ আমাদের হৃদয়ে প্রতিনিয়ত শুভ্র চিন্তা উদিত হয়, যা দেশ ও জগতের বহু কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। অর্থে হৃদয়ে উদিত হওয়া সেই শুভ্র চিন্তাগুলোকে কী বলবে সেই দিক বিবেচনায় ফলপ্রসূ করতে পারি না। আর এ কারণেই আমাদের মনের শুভ্র চিন্তাগুলো সমালোচনার ভয়ে মনের মধ্যেই মারে যায়। কবি 'শুভ্র চিন্তা' বলতে জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের চিন্তা অর্থাৎ পরিষ্কার, অমলিন ও ভালো চিন্তাগুলোকেই বুঝিয়েছেন।

গ. ০ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্টিভ জবস-এর বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আচরণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার নিন্দুকের সমালোচনার দিকটিকে ফুটিয়ে তোলে।

০ অনেক সমালোচনা করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। মানুষ ভালো-মন্দ উভয় কাজেরই সমালোচনা করে। ইতিবাচক সমালোচনা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু কেউ যদি ভালো কাজের নেতৃত্বাচক সমালোচনা করে, তাহলে ঐ কাজে কর্মী উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

০ উদ্দীপকে পাছে লোকের সমালোচনা ভয় উপেক্ষা করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে স্টিভ জবস-এর আভ্যন্তরিন কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের আচরণে স্টিভের দারুণভাবে আহত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার নেতৃত্বাচক সমালোচনার মুখ্যমূলী হয়ে কট পাওয়ার বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন যে লোক লজ্জা এবং সমালোচনার ভয়ে অনেকেই অনেক মহৎ ও কল্যাণকর কাজ থেকে সরে দাঢ়ায়। তাতে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ তাঁর স্থার্থে সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। নিন্দুকের সমালোচনা বহু মহৎ কর্মপ্রচেষ্টাকে নষ্ট করে দেয়। কারণ সমাজের মানুষ ব্যক্তির সম্ভাবনাময় শক্তিকে নষ্ট করে দেয়।

ঘ. ০ "উদ্দীপকের স্টিভ জবস-ই কামিনী রায়ের কাঞ্চিত মানুষ।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

০ জগতে মহৎ কাজ করে আদর্শ স্বাপন করতে চাইলে, নিন্দুকের নিন্দা, সমালোচনার ভয় উপেক্ষা করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই বৃন্দিমানের কাজ।

০ উদ্বীপকে লোকনিন্দা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া একজন সফল মানুষের কথা বলা হয়েছে। এই সফল মানুষ ‘আপল’ কোম্পানির মালিক স্টিভ জবস। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ না করেও কেবল চেস্টা এবং কর্ম দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বন্ধু-বন্ধুর এবং তাঁর পরিবার তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাদের আচরণে তিনি মর্মান্ত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের লক্ষ্য থেকে সরে দাঢ়াননি। সবার নেতৃবাচক মন্তব্যকে উপেক্ষা করে তিনি এগিয়ে গেছেন। উদ্বীপকের এই স্টিভ জবসের মতো ব্যক্তিই কবি কাশিনী রায় তার ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় প্রত্যাশা করেছেন। এ কবিতায় তিনি মানুষকে নিন্দুকের নিন্দাকে পিছনে ফেলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন।

০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি কাশিনী রায় লোকলজ্জা ভয় উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যেতে বলেছেন। যাঁরা সমাজে অবদান রাখতে চান তাদের দ্বিধা করলে চলবে না। উদ্বীপকের স্টিভ জবসের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, যে স্টিভ জবসই কাশিনী রায়ের কাঞ্চিত মানুষ।

প্রশ্ন ৩৯ ঢাকা বোর্ড ২০১৮; কুমিল্লা বোর্ড ২০১৮

উচ্চ মাধ্যমিকে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সীমান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রথমদিকে ভালো করতে না পারলেও সে চেস্টা চালিয়ে যেতে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ইংরেজি ভালো বলতে না পারার কারণে মঞ্চে তার হাত-পা কাঁপতে শুরু হয়। এ দৃশ্য কিছু শিক্ষার্থী মোবাইল ফোনে ধারণ করে তা ফেসবুকে দেয়। এতে সে হতাশা প্রকাশ না করে বিতর্ক চর্চা চালিয়ে যায়। সীমান্ত এখন বাংলাদেশের অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তি। সে এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে আলো ছড়াচ্ছে।

ক. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় সবাই একসঙ্গে মিলে কেন? ১
খ. হৃদয়ের শুভ চিন্তা বুদ্বুদের মতো মিশে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্বীপকে উল্লিখিত কিছু শিক্ষার্থী ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কানেক কানেকের প্রতিনিধিত্ব করে? বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. “উদ্বীপকের সীমান্তই হলো ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবির কাঞ্চিত ব্যক্তি।”— উন্নিটির যৌক্তিকতা নির্মল কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

শিখনফল ৫

বি. ০ ‘পাছে লোক কিছু বলে’ কবিতায় সবাই একসঙ্গে মিলে মানুষের কল্যাণে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে।

বি. ০ সমালোচনার ভয়ে হৃদয়ের শুভ চিন্তা বুদ্বুদের মতো মিশে যায়।
০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি মানুষকে দ্বিধা-বন্ধ, ভয়, সমালোচনা ইত্যাদি উপেক্ষা করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। অনেকের মনে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মতো শুভ চিন্তার উদয় হয়। কিন্তু ভয় ও লজ্জার কারণে সেসব সংকল্প ও শুভ চিন্তা পূর্ণতা পায় না। সেসব শুভ কানেকের ইচ্ছা হৃদয়ের মধ্যেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। কবি ‘শুভ চিন্তা’ বলতে জগতের মঙ্গল ও কল্যাণ সাধনের চিন্তাকে বুঝিয়েছেন। মনের মধ্যে সংশয় কাজ করলে এবং সমালোচনার ভয় থাকলে কোনো ইচ্ছা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করা যায় না। তখন হৃদয়ের শুভ চিন্তাপুলোর মৃত্যু ঘটে।

গ. ০ উদ্বীপকে উল্লিখিত কিছু শিক্ষার্থী ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় প্রতিফলিত সমালোচক ও নিন্দুকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

০ উৎসাহ-উদ্বীপনা পেলে মানুষ সাফল্যের দিকে এগিয়ে যায়। আর নেতৃবাচক সমালোচনা ও লোকনিন্দাৰ কারণে অনেকে মহৎ কাজ থেকেও সরে আসে। কারণ লোকলজ্জার ভয়ে মানুষ কাজ করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কাজ করার স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। কর্মশক্তি হারিয়ে গেলে মানুষ কোনো কানেক আত্মনিয়োগ করতে সাহস করে না।

০ উদ্বীপকে সমালোচনা, ভয় ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতা পার হয়ে সীমান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং একজন দক্ষ বক্তা হয়ে ওঠার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু শিক্ষার্থীর নেতৃবাচক কর্মকান্ডের বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। এরা সীমান্ত ইংরেজিতে কথা বলার দুর্বল দিকটি মোবাইল ফোনে ধারণ করে তা ফেসবুকে দিয়ে তাকে হতাশ করতে চেয়েছে। উদ্বীপকের এই বিষয়টি ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় প্রতিফলিত সমালোচক ও নিন্দুকদের কর্মকান্ডের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ্য কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে সমালোচক ও নিন্দুকদের ব্যক্তিদের মাধ্যমে মহৎ ও কল্যাণকর কানেক অগ্রসর ব্যক্তিদের থামিয়ে দেয়। তারা সমালোচনার ভয়ে মহৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। উদ্বীপকের কিছু শিক্ষার্থীর কর্মকান্ডও অনুরূপ। এদিক থেকে তারা ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার নিন্দুক ও সমালোচকদের প্রতিনিধিত্ব করে।

বি. ০ “উদ্বীপকের সীমান্তই হলো ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবির কাঞ্চিত ব্যক্তি।”— মন্তব্যটি যথার্থ।

০ সমালোচকের সমালোচনা এবং নিন্দুকের নিন্দার ভয়ে মহৎ কাজ থেকে বিরত থাকলে জগতে কোনো কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়। কানেক সমালোচক বা নিন্দুকের ভয়ে এবং কে কী বলবে সেই ভাবনায় মহৎ কানেকের ইচ্ছা ও মনোভাবকে দমিয়ে রাখা ঠিক নয়। যারা তাদের বাধা ও সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজের অদ্য ইচ্ছাগ্রস্ত নিয়ে এগিয়ে যায় তারাই জীবনে সফল হয়।

০ উদ্বীপকে সহপাঠী কিছু শিক্ষার্থীর নেতৃবাচক কর্মকান্ডকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের প্রবল ইচ্ছাগ্রস্ত নিয়ে সীমান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। সে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কোনো নেতৃবাচক সমালোচনা তাকে দমাতে পারেনি। সেই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতর্ক করতে গিয়ে আবার নতুন করে কিছু শিক্ষার্থীর নেতৃবাচক কর্মকান্ডের শিকার হয়েও থেমে থাকেনি সে। হতাশ হয়ে, তাদের আচরণে অভিমান করে, কিংবা লোকলজ্জা ভয় ইত্যাদিকে প্রশ্ন দিয়ে সে তার কাজ থামিয়ে দেয়নি। সে লোকনিন্দা, ভয়, লজ্জা, সংকোচ উপেক্ষা করে অদ্য সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে এবং সফল হয়েছে। উদ্বীপকের সীমান্ত এই সফলতাই প্রত্যাশা করেছেন ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার কবি। তিনি বলেছেন মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়ভীতি, লোকলজ্জা, সংকোচ উপেক্ষা করে এগিয়ে যেতে হবে।

০ ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি সমালোচকের নিন্দা ও সমালোচনা উপেক্ষা করে দৃঢ় মনোবল নিয়ে কানেক অগ্রসর হওয়ার মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির প্রত্যাশা করেছেন। যে কাজ করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, নিন্দুকের ভয়ে লক্ষ্যচ্যুত হবে না, কিংবা নীরবে-নিঃশব্দে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে না। উদ্বীপকের সীমান্ত অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি। সে নিন্দুকের ভয়কে উপেক্ষা করেছে। হতাশাগ্রস্ত না হয়ে দৃঢ় মনোবল নিয়ে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে এবং সাফল্য অর্জন করেছে। এদিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ়োষ্ণ মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪০ বিষয় : মহৎ উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা।

এ সপ্তাহের নায়ক

‘নেশা’ থেকে ওদের বই পড়ার দিকে ফেরাতে চাই’ আনিসুল হক, শিক্ষক। রাজনৈতিক, সামাজিক নানা সমস্যার সমাধানে অনেকেই অনশনের পথ বেছে নেন। কিন্তু বই পড়ার দাবিতে আন্দোলন, অনশন! হাওরবেষ্টিত সুনামগঞ্জের ধরমপাশার কিছু তরুণ-যুবক পাঠাগার খুলে দেওয়ার দাবিতে কয়েক বছর ধরে আন্দোলন করে আসছেন। সম্প্রতি তাঁরা বসেছিলেন আমরণ অনশনে। শেষমেশ প্রশাসন গণপাঠাগারটি খুলে দেয়। বই পড়ার দাবিতে এই আন্দোলন, সংগ্রামের পূরোধা আনিসুল হক। ডাকনাম লিখন। পেশায় শিক্ষক ও ধরমপাশা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি তিনি। [তথ্যসূত্র]

- ক. 'সদা' শব্দের অর্থ কী? ১
 খ. 'সম্মুখে চরণ নাহি চলে'— কেন? ২
 গ. উদ্বীপকে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "মিল থাকলেও উদ্বীপকটি 'পাছে লোকের কিছু বলে' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র।" মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

► শিখনফল ৫

- ক.** ০ 'সদা' শব্দের অর্থ সবসময়।
খ. ০ 'সম্মুখে চরণ নাহি চলে'— কারণ দ্বিধা-স্বন্দর সামনে এগিয়ে যেতে বাধা দেয়। তাই সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন মনে হয়।
 ০ কিছু মানুষ আছে যারা কোনো কাজ করতে গেলেই দ্বিধাবিত হয়ে পড়ে। কে কী সমালোচনা করবে এই ভেবে তারা সংকল্প থেকে সরে আসে। ফলে কোনো মহৎ কাজ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর প্রশ্নোক্ত কথাটি দ্বারা এই বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে।
গ. ০ উদ্বীপকে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দিকটি ফুটে উঠেছে।
 ০ একজন সৎ ও মানবিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের মনে নানা রকম কল্যাণ চিত্তার উদয় হয়। যা বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। একেত্রে কোনো বাধাকেই তিনি বাধা মনে করেন না।

অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

- ১। ডাটম শ্রেণির শিক্ষার্থী মুনিম। ফ্লাসে শিক্ষক যখন পাঠদান করেন তখন সে চুপচাপ শুনে থাকে। তার মনে অনেক প্রশ্ন জাগে কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করে না, লজ্জা পায়। সবসময় তয়ে তটস্থ থাকে এবং যেকোনো কাজে নিজেকে পুঁটিয়ে রাখে। অপরদিকে সোহেল শিক্ষকের পাঠদানের ফাঁকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করে।
 ক. শক্তি কীসের কবলে মরে? ১
 খ. রেহের কথা কীভাবে ব্যথা প্রশ্ন করতে পারে— ব্যাখ্যা কর। ২
 গ. উদ্বীপকের মুনিমের মধ্যে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. "উদ্বীপকের সোহেলই 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কবির প্রত্যাশিত ব্যক্তি।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪
 ২। সঙ্কেচ বিশ্বলতা নিজেরি অপমান সংকটের কল্পনাতে হয়ে না খ্রিমান। নিজের মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে করো জয়॥

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

- প্রশ্ন ১। আঁধি স্বতন্ত্রে শুক্র রাখে কখন? [সি. বো. '১৮]
 উত্তর : যখন প্রাণ কাঁদে তখন আঁধি স্বতন্ত্রে শুক্র রাখে।
 প্রশ্ন ২। শুভ্র চিত্তা কোথায় মিশে যায়? [দি. বো. '১৭]
 উত্তর : শুভ্র চিত্তা হৃদয়ের তলে মিশে যায়।
 প্রশ্ন ৩। কামিনী রায়কে কোন স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়? [য. বো. ১৪]
 উত্তর : কামিনী রায়কে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়।
 প্রশ্ন ৪। উপেক্ষা কথাটির অর্থ কী? [নোয়াখানী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
 উত্তর : 'উপেক্ষা' কথাটির অর্থ— অবহেলা করা।
 প্রশ্ন ৫। কামিনী রায় কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
 উত্তর : কামিনী রায় ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

- ০ উদ্বীপকের আনিসুল হকের মনে মহৎ চিত্তা উদিত হয়েছে। তাই বন্ধু পাঠাগার খোলার জন্য তিনি অনশন করেছেন। তিনি মানুষকে বই পড়ার সুযোগ করে দিয়ে আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে চান। অন্যদিকে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় মানবমনে কল্যাণচিত্তা জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের আনিসুল হকের মধ্যে কবিতার কল্যাণচিত্তার দিকটি ফুটে উঠেছে।

- ০ "মিল থাকলেও উদ্বীপকটি 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

- ০ মানুষের মনে বিভিন্ন সময়ে নানা রকম কল্যাণচিত্তা জেগে ওঠে। কিন্তু তার বাস্তব প্রয়োগ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ সমালোচনার ভয়ে কেউ কেউ সর্বদা দ্বিধাবিত থাকে।

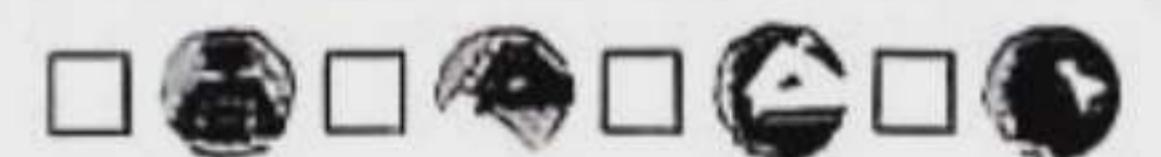
- ০ উদ্বীপকে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। এখানে আনিসুল হক বন্ধু পাঠাগার খোলার জন্য অনশন করেছেন। তিনি মানুষকে ক্ষতিকর নেশা থেকে বই পড়ার দিকে ফেরাতে চান। অন্যদিকে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায় মানবমনে শুভ চিত্তার এই দিকটির পাশাপাশি সমালোচনার সমালোচনার বিষয়টি ত্ত্বে ধরা হয়েছে। যার ভয়ে আমাদের সংকল্প সব সময় বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে আমরা কোনো মহৎ কাজ করতে পারি না।

- ০ উদ্বীপকে মানুষের জন্য কল্যাণচিত্তার বিষয়টি বিদ্যমান। কবিতায় কল্যাণচিত্তার পাশাপাশি সমালোচনার বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকটি কবিতার আংশিক প্রতিফলন মাত্র।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

- ক. কবি নীরবে কাকে ডাকেন? ১
 খ. পাছে লোকে কিছু বলে বলতে কী বুঝায়? ২
 গ. উদ্বীপকের মূলভাব কি 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার বিপরীতার্থক?— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৩
 ঘ. উদ্বীপকের 'নিজের মাঝে শক্তি ধর'— উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা দাও 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আলোকে। ৪
 ৩। 'তোরে সবে নিন্দা করে গুণহীন ফুল'
 শুনিয়া নীরবে হাসি কহিল শিমুল,
 যতক্ষণ নিন্দা করে, আমি চুপে চুপে
 ফুটে উঠি আপনার পরিপূর্ণ রূপে। [তথ্যসূত্র: বিফল নিদা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
 ক. কবি কামিনী রায়কে কোন স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়? ১
 খ. "শক্তি মরে ভীতির কবলে, পাছে লোকে কিছু বলে"—
 বুঝিয়ে লেখ। ২
 গ. উদ্বীপকের সঙ্গে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. অন্যের সমালোচনাকে উপেক্ষা করতে পারলেই সাফল্য অর্জন সম্ভব— মন্তব্যটি বিচার কর। ৪

টপিকের ধারায় প্রণীত



- প্রশ্ন ৬। কামিনী রায় কোন বিষয়ে অনার্স করেন?

উত্তর : কামিনী রায় সংস্কৃতে অনার্স করেন।

- প্রশ্ন ৭। কামিনী রায়ের লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম কী?

উত্তর : কামিনী রায়ের লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম 'গুঞ্জন'।

- প্রশ্ন ৮। কামিনী রায় কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : কামিনী রায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

- প্রশ্ন ৯। সংশয়ে সদা কী টলে?

উত্তর : সংশয়ে সদা সংকল্প টলে।

- প্রশ্ন ১০। পাছে কে কিছু বলে?

উত্তর : পাছে লোকে কিছু বলে।

৩) প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। 'চলে যাই উপেক্ষার ছলে' বলতে কী বোঝা?

উত্তর : ছিধাগ্রস্ত মানুষের মনে কোনো আশার কথা উদয় হলেও তা উপেক্ষার ছলে ত্যাগ করে চলে যায়।

সমাজের দুর্বলচিত্তের মানুষেরা সমালোচনার ভয়ে কোনো কাজ না করতে না করতে ঝুঞ্চ হয়ে পড়ে। তারা জানে অসহায় দৃঢ়ী মানুষদের একটু মেঝের কথা বললে তাদের বাথা করে। তারা সুখ লাভ করে অলস তারা তাও করে না। মানুষগুলোকে উপেক্ষার ছলে ত্যাগ করে চলে যায়। আলোচ্য উক্তিটিতে এমনটিই বোঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন ২। 'বিধাতা দিছেন প্রাণ থাকি সদা খ্রিয়মাণ।' ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বিধাতা প্রাণ দিয়েছেন মহৎ কর্মের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কিছু মানুষ ভয়ে সব সময় ম্লান হয়ে থাকে।

বিধাতা পৃথিবীর সব প্রাণীর প্রাণদাতা। তিনিই ধরার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এক শ্রেণির মানুষ সর্বদা ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। তারা সমালোচনার ভয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। সব সময় ম্লান হয়ে থাকে। কবি তাদের কথা বোঝাতে উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন ৩। আমরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না কেন?

উত্তর : সমালোচনার ভয়ে আমরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না।

মানুষের মধ্যে অনেক শুভ চিন্তার উদয় হয়। কিন্তু সমালোচনার ভয়ে মানুষ তা বাস্তবায়ন করতে পারে না। ফলে মহৎ উদ্দেশ্যগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। আর তাই আমরা মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি না।

অনুশীলনীর কর্ম-অনুশীলন ও সমাধান



পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সংবলিত

কর্ম-অনুশীলন ক 'পাছে লোকে কিছু বলে' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে তোমার কিংবা তোমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে গল্প, নাটিকা বা প্রবন্ধ রচনা কর (একক কাজ)।

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-97

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : আশপাশের সমস্যাগ্রস্ত লোকদের দুরবস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানানো ও তাদের সহানুভূতিশীল করে তোলা।

কাজের বর্ণনা :

'পাছে লোকে কিছু বলে' শীর্ষক কবিতার বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আমার পরিচিত লোকজনের সমস্যা নিয়ে একটি গল্প রচনা করা হলো—

মামুন উচ্চশিক্ষিত লোক এবং মহৎ হৃদয়ের অধিকারী। আমার পাশের বাড়িতে তার জন্ম। সেই সূত্রে আমি তাকে চিনি। পড়াশুনার সুবিধার্থে সে গ্রামে বেশিদিন না থেকে ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় এসে উচ্চশিক্ষিত হয়ে, ব্যবসায় করে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হয়েছে। আমি তাকে 'তুমি' বলেই সম্মৌখন করি। একবার কাছে এসে সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করল, 'আমি আমার গ্রামে একটি মূল প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এ ব্যাপারে তোমার মত কী?' আমি খুশি হয়ে বললাম, 'খুব ভালো হয়। কারণ আমাদের গ্রামে যদি একটি মূল হয় তাহলে সবাই উপকৃত হবে।' আমার কথা শুনে মামুনের উৎসাহ-উদ্দীপনা

বেড়ে যায়। মামুন মূল প্রতিষ্ঠার জন্য সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখে। আমাদের গ্রামের নেয়ামত আলি সব শুনে মানুষের কাছে মামুনের এ পরিকল্পনার সমালোচনা করতে থাকে। বলে, মামুন তো সেই দিনের ছেলে, সে কোনোদিনই তা করতে পারবে না। অথবা চেটা করে শেষে না করতে পেরে মানুষের হাসির খোরাক হবে, এই আর কী?' এই কথা মামুনের কানে এলে, মামুন তার মহৎ পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ঢাকায় চলে আসে। আর কোনোদিনই গ্রামে যায়নি। শুধু মামুন কেন, গ্রামের লোকমান, পাপলু, কিবরিয়ার ভালো ভালো পরিকল্পনা নেয়ামত আলির সমালোচনার কারণে বাস্তবে রূপ লাভ করতে পারেনি।

কর্ম-অনুশীলন : তোমার ভিতরকার তিনটি সমস্যা খুঁজে বের করো এবং এই সমস্যাগুলো থেকে বের হয়ে আসার উপায় লেখ। (একক কাজ)

► পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা-97

সমাধান :

কাজের ধরন : একক কাজ।

কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভিতরকার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তারা যেন সেগুলো থেকে বের হয়ে আসতে পারে সেদিকে সহায়তা করা।

কাজের নির্দেশনা :

প্রথমে তুমি নিজেকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ কর। তারপর তোমার কোন তিনটি বিষয়কে সমস্যা মনে হয় তা খাতায় লেখ। এরপর এই সমস্যা থেকে কীভাবে তুমি বের হতে পার তার উপায়গুলো লেখ।

সুপার সাজেশন্স

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

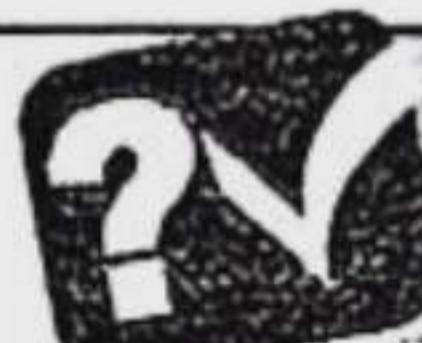
100% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত সুপার সাজেশন্স

শিরোনাম	৭৫ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন	৫৫ তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন
০ বহুনির্বাচনি প্রশ্নেওর	এ অধ্যায়ের প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নেওর ভালোভাবে শিখে নাও।	
০ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫	৬, ৮, ১০
০ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	২, ৪, ৬	১, ৭, ৯
০ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১	২

এক্সক্লিসিভ টিপস ▶ সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ ও মেধা যাচাইয়ের লক্ষ্যে অনুশীলনী ও অন্যান্য প্রশ্নেওরের পাশাপাশি এ অধ্যায়ের সকল অনুশীলনমূলক কাজের সমাধান ভালোভাবে আয়োজ করে নাও।



যাচাই ও মূল্যায়ন



অধ্যাইয়ের প্রস্তুতি ও দক্ষতা যাচাইয়ের লক্ষ্য
ক্লাস টেস্ট আকারে উপস্থাপিত প্রশ্নব্যাংক

କ୍ଲାସ ଟେସ୍ଟ

বাংলা প্রথম পত্র

অষ্টম শ্লেষ্ণি

বহুনির্বাচনি অঙ্গীক্ষা (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

$$2 \times 2C = 2C$$

[সরবন্নাহকৃত বহুনির্বাচনি অঙ্গীকার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তি বল পয়েন্ট কলম ঘারা সম্পূর্ণ ডরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. মেহপূর্ণ কথা কী দূর করে?
 ① ভৌতি ② সংশয়
 ③ অশ্ব ④ ব্যথা

২. শক্তি মরে কীভাবে?
 ① পরিশ্রমে ② অলসতায়
 ③ ভৌতির কবলে ④ অনাহারে

৩. একটি সুন্দর কথা ছাঁড়া কেউ কেউ মানুষের
 ব্যথা দূর করে না কেন?
 ① কথার মর্যাদা নেই ② সমালোচনার ভয়ে
 ③ সহায়তাদানের ভয়ে ④ পরিষ্কারতায়

৪. 'কাদে থ্রাণ যবে, আঁধি/সবতনে শুক
 নাখি।'- কেন?
 ① সমালোচনার ভয়ে ② লোকদণ্ডার ভয়ে
 ③ সীমাহীন মনঃকষ্টে ④ সাহসের অভাবে

৫. আমাদের মনের সংকল্প নড়বড়ে হয়ে যায়
 কেন?
 ① ব্যর্থতার ভয়ে ② লোকভয়ে
 ③ আশ্চর্যহীন বলে ④ দৃঢ়তার অভাবে

৬. 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার কথক
 ভয়ে করতে পারেন না—
 ① সাজ ② কাজ
 ③ নাচ ④ গান

১১. 'পাহে লোকে কিছু বলে' কবিতার প্রথম
লাইন কোনটি?

 - (অ) আড়ালে আড়ালে ধাকি
 - (ব) করিতে পারি না কাজ
 - (গ) পাহে লোকে কিছু বলে
 - (ঘ) নীরবে আপনা ঢাকি

১২. 'সম্মুখে — নাহি চলে।' শূন্যস্থানের সঠিক
শব্দটি হলো—

 - (অ) হস্ত
 - (ব) পদ
 - (গ) চরণ
 - (ঘ) দৃষ্টি

১৩. বিধাতা প্রাণ দেওয়ার পরও ডয়ে মানুষ
কেমন ধাকে?

 - (অ) অলস
 - (ব) ভীত
 - (গ) খ্রিয়মাণ
 - (ঘ) সামনে

১৪. 'যবে' কথাটির অর্থ হলো—

(অ) কপালে	(ব) যখন
(গ) সব সময়	(ঘ) এক ধরনের শস্য

১৫. মানুষ তার অভরের কানার বাহ্যিক প্রকাশ
ঘটায় না যে কারণে—

 - i. লোকের দৃষ্টিগোচর হবে বলে
 - ii. সামাজিক চক্ষুর ভয়-বিশ্বলতায়
 - iii. কানার আবেদন সাময়িক বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

 - (অ) i ও ii
 - (ব) i ও iii
 - (গ) ii ও iii
 - (ঘ) i ii ও iii

সুজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

$$20 \times 2 = 20$$

যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- ১। মিলনের অমার্যাক ব্যবহারে সবল মানুষ মূল্ব। সে ধনী-গরিব, ছেট-বড় সবার সাথে
সুন্দর ব্যবহার করে। শ্রমজ্ঞাবীদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করতে দেখে তার বস্তু
শিপন বলে, 'ছেটলোকদের এত আক্ষান্না দিতে নেই।' কিন্তু মিলন শিপনকে বলে,
'সবল শ্রেণির মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলে সম্মান করে না, বরং বাড়ে।'
ক. হৃদয়ে বুদ্ধিবুদ্ধের মতো কী ওঠে? ১
খ. 'একটি মেহের কথা প্রশংসিতে পারে ব্যাধা'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিপনের সংখ্যে 'পাছে দোকে কিছু বলে' কবিতার কোন দিকটি
প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উন্দোপকের মিলনের মানসিকতা এবং 'পাছে দোকে কিছু বলে'
কবিতার কবির মানসিকতা একসূত্রে গাঁথা"- মূল্যায়ন কর। ৪

২। নিম্নুণ শান্তিরিক প্রতিবন্ধী। পা দিয়ে দিয়ে এইচ.এস.সি. পরীক্ষা পাস
করেছে। দেখাপড়া করে এইটিকু আসতে তাকে অনেক বাঁধা পার হতে
হয়েছে। মা-বাবার সহযোগিতা ছাড়া যা কখনই সত্ত্ব ছিল না। সমাজের
কিছু মানুষের মুখের কথা শুনলে তার হতাতে পড়ালেখাই হতো না। পাস
করার পর নিম্নুণ অতি আনন্দে কেঁদে কেঁদে বলেছিল, "আমাদের মতো
মানুষদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করুন।"
ক. কোম্পে কবির ব্যাধা প্রশংসিত হয়? ১
খ. 'আড়ালে আড়ালে ধাকি, নীরবে আপনা ঢাকি'- কেন? ২
গ. উন্দোপকে উর্ধ্বাখ্যত সমাজের কিছু মানুষের আচরণে 'পাছে দোকে
কিছু বলে' কবিতার যে বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নিম্নুণের মতো দৃঢ়চেতা মনোভাব সৃষ্টিই 'পাছে দোকে কিছু বলে'
কবিতার মনোভাব- মনোবাচিত যথার্থতা নিরপেক্ষ কর। ৪

- ৩। নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিশন হয়;
 হাঁচিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়,
 তাই শুয়ে শুয়ে, কটে বাঁচিয়া রহিল নন্দলাল
 সকলে বলিল – ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

ক. কামিনী রায়ের লেখা ছোটদের কবিতা সংগ্রহের নাম কী? ১
 খ. একটি ষেহের কথায় কীভাবে আমাদের ব্যধা দূর হতে পারে? ২
 গ. উন্দীপকে 'পাছে লোক কিছু বলে' কবিতার কোন দিকটির
 প্রতিফলন ঘটেছে? আনোচনা কর। ৩
 ঘ. "উন্দীপকের নন্দর মতো আচরণ 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতায়
 প্রত্যাশিত হানি।"— মূল্যায়ন কর। ৪

৪। রেদওয়ান পড়াশোনা শেষ করে গ্রামের বাড়ি ফিরে আসে। সে গ্রামের
 তরুণ সমাজকে বই গড়ায় উৎসাহিত করার জন্য একটি ছোটখাটো
 লাইব্রেরি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে। তার এ মহৎ কাজে হজারো
 বাধাবিপত্তি আসা সম্ভেদ সে তার সিদ্ধান্তে অটল ধাকে।

ক. কামিনী রায় কোন জ্ঞেয়ায় জন্মগ্রহণ করেন? ১
 খ. নিজেকে কেন আমরা আড়ালে রাখি? ২
 গ. উন্দীপকের সাথে 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার সাদৃশ্য তুলে
 ধর। ৩
 ঘ. 'দৃঢ়সংকল্পবন্ধ' হলে সকল বাধা-বিপত্তিকে দূর করা যায়'— উন্নিটি
 উন্দীপক ও 'পাছে লোকে কিছু বলে' কবিতার আলোকে যুক্তিশহ
 বিশ্লেষণ কর। ৪

✓ উন্নয়নমালা ► বহুনির্বাচনি অভীন্বন্ধ

১ ঘ ২ গ ৩ খ ৪ ক্ষ ৫ ঘ ৬ খ ৭ ঘ ৮ ক ৯ খ ১০ ঘ ১১ খ ১২ গ ১৩ গ ১৪ খ ১৫ ক

উভয়সূত্র ➤ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ► 260 পঞ্চার ৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ২ ► 260 পঞ্চার ৫ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ► 25৫ পঞ্চার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ► 26। পঞ্চার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর